সুরেন্দ্র নাথ

উপন্যাস।

শ্রীরামগোপাল সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক
বিরচিত।

বালা হৃদে ক্ষুদ্র এই ভাবের উদয় ;
মার্জ্জনীয় দোষ পূর্ণ হ'লেও নিশ্চয়।

কলিকাতা।
১০৪ নং বিডন ষ্ট্রীট 'অনুসন্ধান' পুস্তকালয় হইতে
শ্রীবিপিনবিহারী দে কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩০০।

মূল্য ॥০আট আনা।

বিজ্ঞাপন।

সুরেন্দ্রনাথ একটী সাংসারিক চিত্র অদ্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। চিত্রাঙ্কনে আমার ক্ষমতা কতদূর এবং এ বিষয়ে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। বালক রচিত পুস্তক দোষ পরিপূর্ণ হইলেও সুধিগণ সমীপে সম্পূর্ণ ঘৃণার্হ হয় না জানিয়া এবং সেই সাহসে সাহসী হইয়া, এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে সাধারণে ইহা পাঠ করিয়া যদি কিঞ্চিন্মাত্র সন্তোষ লাভ করেন তবেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

ইতি তারিখ ১৫ই বৈশাখ ১৩০০ সাল।

শ্রীরামগোপাল সেনগুপ্ত।

কলিকাতা, ২৩ নং হরঢোলের লেন, আহীরীটোলা।

নের অবস্থা, শিশুর অকালমৃত্যু ও বিকৃতাঙ্গের কারণ। পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনীর শয্যাবর্ণন ও চিত্তরঞ্জনের উপায় এবং আরও নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় সুবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। মুল্য ১৲ টাকা।

উৎসর্গ-পত্র।

পরম ভক্তি ভাজন,

পূজার্হ

শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন সেন গুপ্ত

পিতৃদেবের

অতুল রাজিব শ্রীচরণে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

সাদরে

উ ৎ স র্গী কৃ ত

হ ই ল।

সুরেন্দ্র নাথ।

উপন্যাস।

গ্রন্থের পূর্ব্বভাষ।

প্রথম অংশ।

অট্টালিকা ময়, পুরি সমুদয়,
দশ ক্রোশ আয়তন ;
সুধাধবলিত, অতি সুনির্ম্মিত
যাহার নাহি পতন।
বাসবদত্তা (পরিবর্ত্তিত)

পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের সেণ্ট্রাল * বিভাগে চাঁদপাড়া ষ্টেশন। অতি পূর্ব্ব কাল হইতেই এরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছ, যে পূর্ব্ব বঙ্গে, এই স্থানটী ডাকাইতের প্রধান আড্ডা ; সুতরাং স্থান অতি ভয়সঙ্কুল! ভীষণ শোণিত-শোষক বেশ-ধারী ডাকাইতেরা সদাসর্ব্বদা উক্ত স্থানে পরিভ্রমণ করিত। তাহাদের

---

* বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ে।

সঙ্গীরা ভারতের প্রায় সমুদয় দেশেই পরিভ্রমণ করতঃ লুট পাট, করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

ষ্টেশনের কাছেই একটী পুষ্করণী। শুনা যায় ডাকাইতেরা এই পুষ্করণীতে জীবন্ত মানুষকে গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া ফেলিয়া দিত। নিকটস্থ একটী অশ্বথ গাছের তলে ডাকাইতের এক করাল কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাঁহার সন্মুখে প্রত্যহ অসংখ্য নরবলী হইত ইত্যাদি। প্রস্তাবিত আখ্যায়িকার সহিত এ স্থানের সমন্ধ থাকা নিবন্ধন, ডাকাইতের কথাটিও উল্লিখিত হইল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কেবল মাত্র রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, ভালরূপ কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই। কলিকাতা ইণ্টর ন্যাশন্যাল একৃজিবিশনও সেই সময় হয়।

উক্ত দেশীয় লোক, নূতন রেলে চড়িয়া বিশেষ আমোদিত হইতেছিল। বলা বাহুল্য যে, অনেকে বিনা আবশ্যকেও ট্রেনে চড়িয়া পয়সা অপব্যয় করিতে ক্রুটি করিত না। তাহার উপর আর এক সুযোগ। কলিকাতায় মেলা।—রেলওয়ের পার্শ্বস্থিত অধিকাংশ অধিবাসী কলিকাতায় মেলা দেখিতে গিয়াছে।

চাঁদপাড়া গ্রামটী সুন্দর। রাস্তা ঘাট বাগান সমুদয়ই বেশ এক প্রকার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।

"সকাল বেলা ছড়া ঝাঁট সাঁজ বেলা বাতি।
লক্ষ্মী বলে সেই স্থানে আমার বসতি।" ‡

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্থানেই লক্ষ্মীর আবাস, সেই জন্য

‡ লক্ষ্মীর পাঁচালী হইতে উদ্ধৃত।

বোধ হয় চাঁদ পাড়ায় ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কোনও অভাব ছিল না।

অধিকাংশ অধিবাসীই এক প্রকার ধনবান। সকলেরই প্রায় দু দশ টাকার সংস্থান আছে। মোটের উপর বলিতে গেলে দরিদ্রের সংখ্যা গ্রামে অতিশয় অল্প।

গ্রামে একতার বন্ধন আছে, এমন প্রমাণ অনেক কার্য্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে একতা, মনের মিল সেই খানেই সুখ। সেই একতার প্রভাবে লোকের কষ্ট হইলে তাহা বাহিরের লোকের জানিবার ক্ষমতা থাকে না। কারণ তাঁহারা তাঁহাদের নিজ-মধ্য হইতেই দুর্দ্দশাপন্ন ভদ্রপরিবারের এমন বন্দোবস্ত করিয়া দেন, যে তিনি আর সাধারণ গৃহস্থ হইতে কোনও অংশে হীন থাকেন না।

ইহা ছাড়া গ্রামে আরও একতার অনেক চিহ্ন দেখা যায়। সাধারণের সাহায্যে স্কুল, হরিসভা, পাঠাগার (লাইব্রারী) অতিথশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি অনেক কার্য্য গ্রামের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া বৎসরান্তে রক্ষাকালী পূজা প্রভৃতি দেব কার্য্যেও সাধারণে বিস্তর টাকা খরচ করিয়া থাকে।

গ্রামে অনেক ভদ্র লোকের বাস। রাস্তা ঘাট যদিও মিউনিসিপালিটি, নাহি থাকুক তত্রাচ দেশবাসিগণের যত্নে বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। দূর হইতে সৌধাবলীর আধিক্য বশতঃ গ্রামটীকে নগর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

গ্রামের নিকট কোনও বন নাই। কিন্তু প্রায় অর্দ্ধমাইল পরে বিস্তীর্ণ বন-ভূমি প্রায় সমুদ্র তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের কথিত ডাকাইতগণের মধ্যে কতকগুলি এই স্থানেই বাস করতি।

ষ্টেসন হইতে গ্রামটীর দূরত্ব প্রায় এক পোয়া। গ্রাম হইতে ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা। রাস্তাটী বনের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বলাবাহুল্য যে ষ্টেশন বনের এক অংশেই নির্ম্মিত হইয়াছে। যাহা হউক মোটের উপর গ্রামটী বেশ সুশৃঙ্খল বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় অংশ।

"বিষাদ মেঘের ঘটা হইল উদয় ;
নয়ন যুগেতে ঘন বরিষণ বয়।
নিশ্বাস প্রশ্বাস উন পঞ্চাশ পবন ;
হাহাকার হুহুঙ্কার মেঘের গর্জ্জন।"

বাসবদত্তা।

চৈত্র মাস, বসন্ত সমীরণ মৃদু মন্দ বহিতেছে, রাত্র ১২টা বাজিয়া গিয়াছে, ধরাতল নিদ্রায় সুখময় ক্রোড়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে হটাৎ চাঁদপাড়া গ্রামে হর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে একটা ভয়ানক গোলমাল পড়িয়া গেল কেহ বলিতেছে "মার মার" কেহ বলিতেছে "ধর ধর" কেহ "ঐ পালায় ধর" এই প্রকার শব্দে গ্রামস্থ সমস্ত লোক জাগরিত হইয়া উঠিল, শুনিল, বাড়ুয্যে বাড়ী ডাকাত পড়িয়ায়াছে! সকলেই উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ুয্যে বাড়ী মুখে ছুটিল। গিয়া দেখিল,—২০।২৫ জন ভীষণাকার দস্যু! কাহারও হস্তে

মশাল, কাহারও হস্তে লাটি কেহবা তলওয়ার হস্তে বাড়ুয্যে বাটী ঘেরাও করিয়াছে। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা অতীব সাহসী, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—

"পালানই উচিত, কেন গরীবের ছেলে মাথা ভাঙ্গিয়া মরিব? চল চল শোয়া যাগুগে" ইত্যাদি বলিয়া সঙ্গীকে পর্য্যন্ত বিপদ পড়ার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। দুই একজন কার্য্যেও তাহা করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ঘোর গোল যোগ, গোলমালে কাণে তালা ধরে দস্যুগণের চিৎকর, গৃহস্থের ক্রন্দন; সাহসী লোকের পলায়ন, স্ত্রীলোক-দিগের মিমাংসা; ওদিকে "হরে কোথা গেলিরে" তাহারাও "আয়রে" ইত্যাদি চিৎকার করিতেছে সুতরাং কাহারও কথা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই, কেবল গোলমাল।

অত্যন্ত গোলমাল চলিতেছে, এমন সময় দেখা গেল এক জন স্ত্রীলোক ও একটী ভীষণাকার পুরুষ, একজন স্ত্রীলোককে ধরাধরি করিয়া বাটীর বাহির করিয়া উত্তর দিকে লইয়া চলিল। ইহা দেখিয়া কেহ বলিতে লাগিল,—

"হর বাবুর স্ত্রীকে বুঝি ডাকাইতেরা হত্যা করিয়াছে।" কেহ বলিল,—"তুমি জান না, হত্যা করিবে কেন? ধরিয়া লইয়া যাইতেছে" ইত্যাদি বিবিধ প্রকার লোক বিবিধ প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহার সিদ্ধান্ত যে সত্য তাহা জানা গেল না।

এই ঘটনার অর্দ্ধঘণ্টা পরে দেখা গেল ডাকাইতেরা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়াগিয়াছে।

হর বাবুর অনেক আত্মীয়, কুটুম্ব, এতক্ষণ কে কোথায় ছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু "ডাকাত চলিয়া গিয়াছে" শুনিয়া এখন অনেকে হর বাবুর গৃহাভিমুখে চলিলেন এবং গিয়া দেখিলেন, ডাকাইতেরা হর বাবুর কিছুই নষ্ট করে নাই, কোনও দ্রব্যও লইয়া যায় নাই, কিন্তু হর বাবুর কন্যাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

গোলমাল হইতে লাগিল অনেক্ষণ। কিন্তু কেহই কিছু কিনারা করিতে পারিলনা। ক্রমে পুলিশ মূর্ত্তি আসিয়া দেখা দিলেন। পুলিশের খুঁজ হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল দর্শিল না। পাড়াগাঁর কথাত দূর কর নিজ কলিকাতাতেও পুলিশের আচরণে আমাদিগকে সচরাচর বিস্মিত হইতে হয়। সুতরাং পাড়াগাঁয়ের পুলিশের এরূপ তত্ত্বাবধধানে আমরা বিস্মিত হই নাই।

গ্রামে ভাল মন্দ লোক অনেক থাকে, এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে পর কেহ বলিতে লাগিল,—

ডাকাতটা মেয়েটার রূপ দেখে একবারে মোহিত হইয়া ছিল, তা হ'বারই ত কথা। মেয়েটার চেহারাটাত মন্দ নহে? বেশ।

আর একজন উত্তরে কহিল,—

"তোর বুঝি লোভ হয়েছিল?"

"না রে না! কথার কথা একটা বল্লাম।"

"না, তা' বুঝেছি; আর কথা ঘোরাও কেন?"

"আচ্ছা, তাই ত তাই।"

"তাইবল্ তোর সর্ব্বনাশ হ'বে করে?

জানিশ—,

সতীরে করিলে আশ।
' তা'র হয় সর্ব্বনাশ॥"

এইরূপে উভয়ে ঝগড়া করিতে আরম্ভ করিল। মধ্যস্থ একজন আসিয়া ঝগড়া মিটাইয়া দিলে পর প্রথম পুনরায় কহিতে লাগিল,—

"সেই জন্য অপর কিছুই না লইয়া মেয়েটাকেই লইয়া গিয়াছে। কেহ বলিতে লাগিল,—

"মেয়েটার আগে থেকেই দোষ ছিল; বেরিয়ে যায় কি ক'রে? ভেবে তাঁর নাগরদিগকে ডাকাত সাজিয়ে তার পর পলায়ন দিলে।"

ইত্যাকার অনেক জল্পনা, কল্পনা অনেকদিন ধরিয়া গ্রামে চলিতে লাগিল।

হর বাবুর বন্ধুগণের মধ্যে কেহ এ সম্বাদে দুঃখিত হইলেন কেহ বা মনে মনে সন্দেহজনক কত তর্ক বিতর্ক করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

হর বাবুর পত্নী তাঁহার এক মাত্র কন্যার শোকে বিশেষ অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। ঝি, চাকর, সকলেই "দিদি বাবুর" অবর্ত্তমানে বিষণ্ণ। ঝি চাকরদের মধ্যে শ্যামা নাম্নী জনৈক ঝির অবর্ত্তমান। চাকর ইত্যাদি সকলে হটাৎ শ্যামার পলায়ন কি কার্য্যে অবসর গ্রহণ এই দুয়ের বিষয় জানিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল কিন্তু তাহার নিকট জানে? গিন্নী বিশেষ শোকাকুলা তাহার নিকট জানা অসম্ভব। এই বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের আলোচনা তাঁহাদের মধ্যেই লুক্কাইত রাখিল, অপর কেহ জানিতে পারিল না।

যথা সময়ে হর বাবুকে এসংবাদ প্রেরিত হইল। হরবাবু কন্যার এবম্বিধ আকস্মিক বিপদ সংবাদে বিশেষ ক্লেশ পাইলেন। ভাবিলেন, জামাই বাবাজীকে তিনি নিজেই খবর দিবেন কিন্তু তাহা পারিলেন না; কারণ তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "আমিও কষ্ট পাইতেছি আর মিথ্যা তাহাকে কেন কষ্ট দি? সে যত দিন সুখে থাকে থাক্।"

বলা বাহুল্য—যে সময়ে এঘটনা ঘটে, তখন হর বাবু কলিকাতায় কোন কার্য্যকরণার্থ গমন করেন। তিনি কলিকাতায় অবস্থান কালে জনৈক দেশস্থ হইতে তাঁহার এই দুর্ঘটনার বিষয় অবগত হয়েন। তিনি এই সংবাদ শ্রবণে তাঁহার এক মাত্র কন্যার জন্য বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং পুলিশের তদন্ত যাহাতে ভাল রূপ হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হরবাবুর সুখের সংসার আজ দুঃখের সংসারে পরিণত হইয়াছে। আমরা ইহাতে আশ্চর্য্য হই নাই; আমরা জানি সংসারের গতিই এইরূপ! আজ যাহা সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিতেছে কাল তাহা দুঃখময়! আর আজ যাহা দুঃখময় কাল তাহা সুখে পরিণত হয়। অদৃষ্ট চক্র কাহারও মানা না মানিয়া নিয়তই ঘুরিতেছে। কখন কাহার ভাগ্যে কি ঘটে, সুতরাং বলা বলা যায় না। কারণ সেটী ঘুরিতেছে, কখন কারদিকে কি ভাবে যায় কে বলিতে পারে?

হর বাবুর বাটী হইতে আজ ভীষণ হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ধ্বনিতে গ্রামস্থ সকলেই দুখীত। তাঁহারা যে আজ কি দুঃখে ডুবিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা আমার ক্ষুদ্র শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কদাচ সম্ভবে না।

সুরেন্দ্রনাথ।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(বনমাঝে।)

"———————ঘোর বন!
নাহি হয় সূর্য্যের দর্শন।"
শ্রী———।

"———সবিস্ময়ে দেখিলা সম্মুখে
ভীষণ দর্শন মূর্ত্তি।"
মেঘনাদ বধ।

১২ * * সালের বৈশাখ মাসের কোন এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে, দুইজন পথিক কোন এক বনখণ্ডের নির্জ্জন-তম প্রদেশ দিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে গমন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একের বয়স ২০।২১ এবং অপরের বয়স ২১।২২। দুই জনের শরীর দৃঢ় ও সবল, মুখের আকৃতিই তাঁহাদের হৃদয়ের বলের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। গলদেশে উভয়েরই যজ্ঞোপবিত

শোভা পাইয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের বিষয় সাধারণকে জানাই-তেছে। পরিধান, সুন্দর দেশী বস্ত্র, গ্রীষ্মের আধিক্যপ্রযুক্ত অঙ্গরাকা ও চাদর, গাত্র হইতে উন্মুক্ত হইয়া, হস্তে শোভা পাইতেছে। পদদ্বয় সুন্দর জুতায় শোভিত। এই সমস্তই—তাঁহাদের সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন বংশোৎভবের পরিচায়ক।

তাহারা চলিতেছেন; বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, স্ফুর্ত্তিতে চলিতেছেন। ইহাঁরা যান কোথায়? বনখণ্ড নিস্তব্ধের ক্রোড়ে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। কখন দুই একটী পক্ষী, কখন একটী ক্ষুধার্ত্ত আহারান্বাষী কুকুরের পদশব্দ তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এখন আবার দ্বিতীয় ব্যাঘাত উপস্থিত; কারণ মনুষ্যের পদশব্দ ও তাহাদের পরস্পর কথা বার্ত্তা। সেই কথা বার্ত্তা এরূপ ভাবে হইতেছে, যে তাহা সাধারণের নিকট সবিশেষ অস্পষ্ট। আসুন পাঠক! একবার নিকটস্থ হইয়া পথিক-দ্বয়ের কথা বার্ত্তা শ্রবণ করি।

উভয়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কহিলেন, "হরি! বহুদুর দেখা হইল, আমাদের আশা সম্পূরণের ত কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সব মিথ্যা!—সমুদয় পণ্ড হইল। ভাই! বল, এখন কি উপায় করি? আর ভাবনা ভাবিতে পারি না! যাহা ভাল বিবেচনা কর শীঘ্র বল। চল ভাই! এ অঞ্চল ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাই! আমার আশা দূরাশা! এ জন্মে বাড়ী ফিরিব না—ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা;—চল যাই ভাই!"

হরি কহিলেন,—"বেশ ত তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব। কিন্তু একটী কথা বলি,—অগ্রাহ্য করিও না। এখান হইতে আমার মাতুলালয় বেশী দূর নহে, বোধ হয়। এখন চল, সেই

স্থানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, তন্ন তন্ন অনুসন্ধানে এ স্থানের কিছুই লুকান রাখিব না; ভগবানের ইচ্ছা হইলে, এই স্থানেই আমাদের আশা পূর্ণ হইতে পারে। ভাই! উথলা হইও না। তোমার ন্যায় ব্যক্তির হঠাৎ উথলা হওয়া কোনও মতেই উচিত নহে। দেখি; পরে যথায় বলিবে,—আমি তথায় তোমার অনুবর্ত্তী হইব।"

প্রথম। "আচ্ছা তাহাই হইবে। ভাই! ভগবান্ কি আমাদের তেমন দিন দিবেন? ভাই! আমার বড় তৃষ্ণা বোধ হইতেছে আমার নিকট যে জল আছে, দাঁড়াও, এখানে তাহা পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করি।"

প্রথমের কথানুযায়ি হরি, একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে উপবেশন করতঃ তাহার হস্তস্থিত ব্যাগ হইতে কতগুলি আহার্য্য বাহির করিয়া কহিলেন,—"সুরেন কেবল জল খাওয়া উচিত নহে; এস এই খাদ্য দ্রব্য দুই জনে আহার করি।"

সুরেন, আর কোনও কথা না কহিয়া, অনিচ্ছাস্বত্তেও আহারে বসিলেন, আহার শেষ হইলে, উভয়ে সুরেন কর্ত্তৃক আনিত বোতল হইতে জল পান করিয়া কিছু বিশ্রাম করিয়া যাইবেন মনস্থ করিলেন। তাঁহাদের বিশ্রাম সময়েও কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল।

হরি কহিলেন,—"সুরেন! চিন্তা কি? আমার একান্ত ইচ্ছা যে আমি আমাদের কষ্টের শেষ কোথায়, দেখিব। দেখি, পরমেশ্বর আমাদের ভাগ্যে কত কষ্ট লিখিয়াছেন।

সুরেন। "ভাই! তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু; ভাই! যদি আমরা এখানেও বিফল মনোরথ হই, তবে কি হইবে? তোমার

আর কষ্ট দিব না !! তুমি এই স্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাইও; আমার দুঃখের জীবন দুঃখেই অতিবাহিত করিব, কিন্তু একটী প্রার্থনা—অভাগাকে ভুলিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে সুরেনের চক্ষে দুই এক ফোঁটা জল দেখা দিল।

হরি। "তুমি আমাকে বিদায় দিতেছ? দেও; কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়িব না; আমার ভাগ্যে যা হইবার হউক।"

সুরেন। "সে কি ভাই! কেন——"

কথা না শেষ হইতে হইতেই হরি কহিলেন,—"আর, ও সকল কথায় প্রয়োজন নাই; বেলা প্রায় ৫॥ টা বাজিতে চলিল, চল, প্রস্থান করা যাউক। একবার বড় রাস্তায় পড়িতে পারিলে হয়, তবে আমার মাতুলালয়ের পথ চিনিতে পারিব। আর যদি এখানে বেশী দেরী কর,—তবে রাত্রও হইবে; আর পথ চেনাও ভার হইবে।"

এই কথা শেষ হইলে, দুই জনে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন এমন সময়ে সম্মুখে,—এক ভীষণাকার জটাজুটধারী সন্ন্যাসী মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। প্রথমে দেখিয়া তাঁহাদের বড় ভয় হইল;—সন্ন্যাসী ভয়ের কোনও কারণ নাই—বিবেচনায় নিজ নিজ ভাব গোপন করতঃ উভয়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সুরেন বিনীতভাবে কহিলেন—"মহাশয়! আমরা হরিপুর যাইব; পথ ভালরূপ জানা নাই; বিশেষ বনমধ্যে আমাদের গতিবিধি অতি অল্প; কোম্পানির রাস্তায় উপস্থিত হইতে পারিলে আমাদের যাইবার বড় সুবিধা হয়; অতএব মহাশয়! যদ্যপি দেখা দিয়াছেন, তবে আজ্ঞাধীন-

দিগকে পথপ্রদর্শক আজ্ঞা প্রদান করিলে চরিতার্থ হইব।”

বলা বাহুল্য যে হরিপুরই আমাদের হরির মাতুলালয়।

সন্ন্যাসী জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন,—“বহুৎ আচ্ছা, আব লোক্ কো হাম্ হরিপুর পৌছানে কা বন্দবস্ত্ কর্‌দেগা ওস্কো বাস্তে কুচ পর্‌ওয়া নাহি হ্যায়। আব লোক মেরা আশ্রম পর আ-যাইয়ে, থোড়া বিশ্রাম কর্‌কে যানা আচ্ছা হ্যায়।”

সুরেন বাটীতে দ্বারবানদিগের কথা বুঝিতেন ও তাহদের সহিত কথা কহিতে পারিতেন সুতরাং সন্ন্যাসীর কথা বুঝিতে তাঁহার কোনও কষ্টবোধ হইল না।

তিনি উত্তরে কহিলেন,—“আব্‌কা আশ্রমমে হাম-লোক্‌কো যানেকা কুচ বারণ নেহি হ্যায়। হাম লোক বিশ্রাম কিয়া চুকা। যানেকা হ্যায় বহুৎ। আওর বিশ্রাম কর্‌নেসে রাত আয় যাঙ্গে। ইস্‌সে হাম লোক হরিপুর যানে নেহি সেকেঙ্গে।”

সন্ন্যাসী—“কাল যাওগে; ওসমে কুচ হরকত নাহি হ্যায়, চলিয়ে”—বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাদের উঠিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ করিলেন।

বেলা অবসান দেখিয়া, দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহারা উভয়ে সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(সন্ন্যাসী-গৃহে।)

"হেরিনু সুন্দরী বামারে, মলিন মুখী ;
শারদের শশী রাহুর তরাশে যেন !
——————মৃদু কাঁদে সুবদনা,
ঝর ঝর ঝরি গলে অশ্রুবিন্দু যেন
মুক্তাফল খসি——"

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

তাহারা উভয়ে সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া কিছু দূর আগমন করিলে, কতগুলি সৌধ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। মনে করিলেন,—নিশ্চয়ই কোম্পানির রাস্তার নিকটস্থ কোনও সৌধ হইবে। ক্রমে তাঁহারা সেই সৌধাবলির নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন,— সন্ন্যাসী তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়ে সন্ন্যাসীর এবম্বিধ আশ্রম দর্শনে বিস্মিত হইলেন।

সন্ন্যাসী বাটী প্রবেশ করিবামাত্র বাটীতে এক মহান্ গোলমাল পড়িয়া গেল। কত দাস-দাসী ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী তাহাদের মধ্যে, ভূতনাথ নামক জনৈক দাসকে, হরি ও সুরেনকে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঘর দেখাইয়া সেই ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহারা ভূতনাথ দ্বারা সেই ঘরে নীত হইলেন।

পাঠক! এই স্থানে সন্ন্যাসীর ঘরটীর বিষয় কিছু বলিব। ঘরটী তত বড়ও নহে, তত ছোটও নহে। এক দিকে একখানি সুন্দর বার্ণীস করা খাট, উত্তম শয্যায় মণ্ডিত। অপর দিকে একটি মার্ব্বেল প্রস্তরাচ্ছাদিত টেবিল, এদিকে ওদিকে ৫।৬ খানা চেয়ার, ঘরের দেওয়ালে বড় বড় তৈল রঙ্গের ছবি,—এই সমুদয় ঘরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। টেবিলের উপর একটি বড় ল্যাম্প।

ঘরে আসবাবের কিছুই অভাব নাই। যাহা হউক, হরি ও সুরেন, সন্ন্যাসীর এরূপ আশ্রম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন,—"ইনিই কি সন্ন্যাসী? না ইনি একজন ঘোর বিলাসী?"

সন্ন্যাসীর আদেশে ভূতনাথ সেবা শুশ্রুসায় নিযুক্ত হইয়াছে। ভূতনাথও যত্নের সহিত তাঁহাদের সেবা করিতেছে।

সুরেন ও হরি, ভূতনাথের বিবরণ জানিতে বড়ই ইচ্ছুক হই· লেন ভূতনাথও তৎসম্বন্ধীয় কিছু বিবরণ শুনাইয়া তাঁহাদিগকে সুখী করিল।

সুরেন ও হরি ভূতনাথের বিবরণের সহিত, সন্ন্যাসীর যাহা কিছু সংস্রব শুনিলেন, তাহাতে উভয়েই বড় ভীত হইলেন। পাঠক মহাশয়গণ! আপনারাও শুনিতে পাইবেন; বিলম্ব হইবে বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। এই বিবরণে, সুরেন ও হরি, ভীতির সহিত উৎসাহলাভ করিয়া, মনে মনে "তাঁহাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে,—যদিও না হয়, অনেক জানিতে পারিবেন"—ভাবিয়া আহ্লাদিত হইলেন।

সুরেন ও হরির জন্য সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল পরে কতকগুলি

ভোজ্য পাঠাইয়া দিলেন, তাঁহারাও আহারে পরিতৃপ্ত হইলেন।

বেলা ৬॥০ টা বাজিল, সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, পাখী সকল এক প্রকার অব্যক্ত অস্ফুট ধ্বনি করিতে করিতে স্ব স্ব নীড়ে গমন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন সকলকে দগ্ধ করিয়া এখন পশ্চিমসাগরে অবগাহন করিতেছেন দেখিয়া লোকে সন্তুষ্ট হইতেছেন কিন্তু পদ্মিনী, ক্ষণে ক্ষণে মলিন ও হীমপ্রভ হইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-সমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছে; যে সময়ে প্রকৃতির এইরূপ ভাব এমন সময়ে সন্ন্যাসীর বাটীতে একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। সহসা চাকর ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বাটীতে যে যেথানে ছিল তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করিল; বাহির হইতে একজন পরিচারিকা দ্বারে দ্বারে চাবিবদ্ধ করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য এই সঙ্গে আমাদের পরিচিত সুরেনও হরি আবদ্ধ হইলেন।

সুরেন ও হরি ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু চাকরের কথা মনে আন্দোলন দ্বারা ভীত হইতে ছিলেন। সুরেন, আত্ম-রক্ষার উপায় করা আবশ্যক ভাবিয়া ঘরের চতুর্দ্দিক অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। ভগবানের এমনিই খেলা যে, সুরেন খুঁজিতে খুঁজিতে একটী শয্যা-উপাধানের নীচে কি একটা কাষ্ঠবৎ দেখিতে পাইলেন "ইহা দ্বারা আত্ম-রক্ষা হইতে পারে" বিবেচনায় তাহা বালিসের নিম্ন হইতে বাহির করিয়া দেখি-লেন—একখানি ছোরা। তাহার মন আনন্দে নাচিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি হরির নিকট গিয়া কাণে কাণে কহি-লেন, "হরি! ভয় কি? দেখ পরমেশ্বর আমাদের সহায়" এই বলিয়া হরিকে ছোরাখানি দেখাইলেন।

হরি উহা দেখাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে,—কিন্তু ততটা গা গোছ করিলেন না; এক মনে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। হরি ভাবিতেছেন, এমন সময় হটাৎ তাহার চক্ষু, দরজাস্থিত একটী ক্ষুদ্র ছিদ্রে সংযোজিত হইল। তিনি যাহা দেখিলেন তাহা অতীব বিস্ময়কর। তিনি স্থরেনকে ডাকিয়া দেখাইলেন। স্থরেন—দেখিল—এক নব যৌবনসম্পন্না রমণী, চতুর্দ্দিকে দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া স্নানার্থে গমন করিতেছে। সঙ্গে দাসী ব্যতীত আরও ৮।১০ জন সশস্ত্র প্রহরী! দেখিয়া ভাবগতিক কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রমণী এই সন্ধ্যার সময় যায় কোথা? স্নান করিতে? হইতে পারে, নতুবা কেশরাশি আলুলায়িত এবং তৈলাক্ত কেন? "এ রমণী কে?" এই চিন্তায় স্থরেনের হৃদয় আকুলিত হইতে লাগিল। "প্রত্যাগমন কালে রমণীকে ভাল করিয়া দেখিব"—স্থির করিয়া সেই খানেই উভয়েই বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের ভাগ্যে প্রথম দর্শন দর্শনই নহে; কারণ যথন তাঁহারা বিশেষ স্থরেন দেখেন তখন রমণী বাটীপ্রাঙ্গন পার হইয়া গিয়াছে, মুখদর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই তাঁহারা পশ্চাৎ ভাগ মাত্র দেখিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে তাঁহারা এইরূপ ভাবে উভয়ে বসিয়া আছেন এমন সময় পুনরায় মনুষ্য কোলাহল তাঁহাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। উভয়ে পুনরায় ছিদ্রে দৃষ্টি যোজনা করিলেন! এবার তাহারা রমণীয় মুখমণ্ডল এক প্রকার সম্পূর্ণ ভাবে দেখিতে পাইলেন।—রমণীর বয়স ১৬।১৭ বৎসর হইবে। বিশাল নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতেছে বলিয়া বোধ হইল। বহু দিবস অনিদ্রা-ভোগ করিলে যেমন চক্ষুভার হয়

রমণীর চক্ষুদ্বয়ও সেই প্রকার। মুখশ্রী মলিন ও প্রভাশূন্য। মুখোবলোকনে তাহার আন্তরিক ভাব অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারা গেল। বোধ হইল—যেন ভয়ানক দুঃশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করতঃ বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতেছে। উভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন "ইহার কারণ কি? সুরেন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রমণী তাহাদের দরজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল হরি ও সুরেন তাহাকে ভাল রূপই দেখিতে ও চিনিতে পারিলেন। রমণী ক্রমে তাঁহাদের দরজার নিকট হইতে অন্ত-র্হিত হইল। সুরেন ও হরি আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না।

কিছু ক্ষণ পরে আবার খট্ খট্ শব্দে দরজা সমুদয় খোলা হইল। দরজা উন্মুক্ত করিবার অনতিবিলম্বে ভূতনাথ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভূতনাথের নিকট হরি ও সুরেন—"কোথায় সায়ংকৃত্য সমাপণ করিবেন—জিজ্ঞাসা করাতে ভূতনাথ বলিল—"বাহিরে পুষ্করণীতে করিবেন, আসুন" —বলিয়া ঘরের বাহির হইল, হরি ও সুরেন তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে।

যখন তাঁহারা তিন জনে বাটীর বাহির হইতেছেন, তখন সন্ন্যাসী দ্বিতলস্থিত বারান্দা হইতে কহিলেন "ভূতা, কাঁহা যাতে হো?"

"তলাও মে"

"কাহে?"

"এ লোক আহ্নিক করেগা।"

সন্ন্যাসী আর কোনও কথা কহিলেন না।

তাঁহারা সকলে বাটীর বাহিরে চলিল; কিছু দূর গিয়া ভূতনাথ তাঁহাদিগকে একটী পুষ্করণী দেখাইয়া দিয়া সেই খানেই সায়ংকৃত্য সমাপন করিতে কহিল।

সরেন্দ্র, ভূতনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই পুষ্করণীটী কাহার?"

"বাবাজীর।"

"কোন বাবাজী?"

"ঐ সন্ন্যাসীর।"

হরি ও সুরেন পুষ্করণীতে অবতরণ করিয়া সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে ভূতনাথকে কহিল "দেখ ভূততাথ! এই স্থানে তুমিই আমাদের একমাত্র বন্ধু; এমন তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি;—ওবাটীতে কত জন লোক সদা সর্ব্বদা থাকে? বলিতে পার?"

"দিনে অনেক থাকে, কিন্তু রাত্রে ১০।১২জন।

"সন্ন্যাসী কোন ঘরে থাকে?"

"উপরে"

"সদর রাস্তা কত দূর?

"বেশীদূর নহে; ঐ যে গাছটী দেখা যাইতেছে উহার পাশেই ফাঁড়ি; তার পরেই রাস্তা।"

এই বলিয়া ভূতনাথ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

"উপরে কেবল সন্ন্যাসী থাকে?-না আর কেহ থাকে?"

"কতক গুলি ঝি থাকে।"

একজন ১৫।১৬ বৎসরের স্ত্রীলোক থাকে সেটি কে জান?"

"তা' বলিতে পারিলাম না; আমি ত কখন দেখি নাই! আপনারা শীঘ্র চলুন; দেরী হ'লে সন্ন্যাসী রাগান্বিত হইবেন।"

এই কথা বলিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল, সুরেন ও হরি তাহারপশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে এমন সময় তাহারা বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন, পরে কিছু জলযোগ করিয়া দুইজনে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে আসিলেন। ভূতনাথ ঘরেই ছিল, সুরেন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন,—"দেখ তুমি আজ আমাদের ঘরে শয়ন করিও। তোমাকে একটী দ্রব্য দিতেছি লও" বলিয়া সুরেন তাহার হস্তে একটী মোহর প্রদান করিলেন। ভূতনাথ সেটী লইয়া এবং "যে আজ্ঞা" বলিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

হরি ও সুরেন খাটের উপর উঠিয়া অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পরস্পর কত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; মাঝে মাঝে সুবেনের দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহাব আন্তরিক ভাবের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তার পর সুরেন উঠিয়া গিয়া পূর্ব্ব প্রাপ্ত ছোরাখানি আনয়ন করতঃ বালিসের নিম্নে রাখিয়া শয়ন করিলেন।

তাঁহারা পূর্ব্বেই—রাত্রে আহার করিবেন না বলায় কেহ তাঁহাদিগকে আর আহারার্থ ডাকিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

(গভীর নিশীথে।)

"স্তব্ধ বসুন্ধরা,———,
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ ;
————————বিস্ময়ে পূরিয়া,
উৎসাহ হিল্লোলে, সে ধ্বনি শুনিয়া।"

ভারত ভিক্ষা।

সুরেন, হরি, ভুতনাথ এক ঘরে শয়ন করিয়াছেন। ঘোর উৎকণ্ঠাও ভাবনা, সুরেনের জন্য, নিদ্রার সহিত ঘোর-তর যুদ্ধ করিতেছে। পরিশেষে উৎকণ্ঠা ও ভাবনা যুদ্ধে জয়লাভ করিল, সুতরাং সুরেনের চক্ষে নিদ্রা স্থান পাইল না। হরিরও কাছে নিদ্রা আসিতে পারিল না। কোন স্থানে স্থান না পাইয়া কাযে কাযেই নিদ্রা, কিছু গুরুতর ভাবে ভুতনাথকে আক্রমণ করিল। ভুতনাথ গভীর নিদ্রায় অভিভুত হইল। সন্ন্যাসীর বাটী, এখন গভীর নিদ্রার ক্রোড়ে গাঢ় নিদ্রিত সুতরাং স্থির, গম্ভীব ও নিস্তব্ধ।

রাত্রি টং টং করিরা দশটা বাজিল। এমন সময়ে সুরেন ও হরির বোধ হইল—কে যেন তাহাদের ঘরের দরজা খুলিতেছে ! ক্রমে বোধ হইল—যেন কে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেছে !! পদের খস্ খস্ শব্দও শ্রুত হইতে লাগিল !!!

সুরেন ও হরি উভয়েই তীব্র কর্ণে—শব্দ কোন দিকে হইতেছে—শুনিতে লাগিলেন। উভয়ে 'গা টেপাটিপি' করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং হরি ইসারায় অনুযায়ি দরজারদিগে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া সুরেন দ্বিগুণ উৎসাহে—বালিসের নিম্ন হইতে ছোরাখানি বাহির করতঃ দৃঢ মুষ্টিতে ধরিয়া শয্যার উপর দাঁড়াইয়া উঠিলেন। শব্দের প্রতি একাগ্র মনে থাকিয়া তাঁহার বোধ হইল,—মস্তকের নিকট ! শব্দ হইতেছে।

অন্ধকার হইতে আলোকের দ্রব্য দেখা যায়। সুরেন বাহিরের অস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইলেন,—হরি দরজার নিকট দাঁড়াইয়া দরজা দিতেছেন।

সুরেন যে প্রকার দেখিলেন, ঘরে যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেও তাহা দেখিতে পাইয়াছিল। প্রবেশ-কর্ত্তা যেমন দৌড়িয়া গিযা হরিকে আক্রমণ করিতে দরজার নিকট যাইতে যাইবে, অমনি সুরেন ছোরা হস্তে তাহার পদ শব্দ লক্ষ করিয়া খট্টা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। সেই লম্ফের সঙ্গে সুরেন সবলে ছোরা চালাইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে একবার একটী অস্ফুট-ধ্বনি কবিয়া কি একটা প্রকাণ্ড বস্তু ধপাস্ করিয়া ভুমিতে পড়িল। সুরেন দবজাব দিকে চাহিয়া দেখিলেন—হরি দরজা বন্ধ করিয়াছে; তখন তিনি ভুতনাথ কে জাগ্রত করিলেন এবং শীঘ্র আলোক জ্বালিতে অনুমতি দিলেন।

ভুতনাথ পূর্ব্ব ঘটনার বিন্দু বিসর্গও এপর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। সে নিদ্রার কোলে সুখে শয়ান ছিল। এক্ষণে শশব্যস্তে উঠিয়া আলোক জ্বালিতে যাইতেছে, এমন সময়ে 'তাহার পদে

জলবৎ কি এক পদার্থ লাগিল। ভুতনাথ তাড়া তাড়ি আলোক জ্বালাইয়া দেখিল,—পায়ে রক্ত! এদিকে সুরেন তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন! "ভূতনাথ কি দেখিতেছ? শীঘ্র এদিকে আলোটা নিয়ে এস।"

ভুতনাথে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ব্যস্ততা সহকাবে আলো লইয়া গিয়া দেখিল,—বিশাল সন্ন্যাসী-দেহ রক্তে রাঙ্গা! কণ্ঠার নিম্নে বিশাল ছোরা আমূল বিদ্ধ! ভুতনাথ আশ্চর্য্য হইয়া—"কেমন করিয়া এ ঘটনা হইল?"—জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহাবও যথাযথ বর্ণনা করিতে ত্রুটি করিলেন না।

হবি সস্মিত বদনে কহিল "ভাই সুরেন এ বেটার মৃত্যু আজ তোমার হাতে ছিল। নতুবা এ ব্যাটা নিজে আসিবে কেন?

ভুতনাথ কহিল "মহাশয়! ও সকল কথা পরে হইবে; এক্ষণে আপনারা যদি সম্পূর্ণ ভাবনা ও বিপদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে ইচ্ছা করেন তবে অন্যান্য মহা-প্রভুদেবও—চাই! বুঝেছেন?"

হরি কহিল,—"যথার্থ কহিয়াছ চল কে কথায় আছে দেখা যাউক" এই বলিয়া তাঁহারা সেই গৃহের বাহির হইলেন।

তাহাদের অস্ত্র সস্ত্রের মধ্যে সুরেনের ছোরা, হবিব হস্তে দস্যু-হস্তস্থিত তলওয়ার ও ভুতনাথের হস্তে এক গাছি বংশ যষ্টি। দস্যুর বাটীর সমুদয় ঘর ভ্রমণ করতঃ ক্রমে ক্রমে তাহাবা সকল ঘরের দরজা তালা-বন্ধ করিয়া, প্রায় ১০। ১২ জন নিদ্রিত দস্যু-সহচরকে, আবদ্ধ করিলেন।

সুরেন প্রত্যেক ঘরেই ডাকাতের ব্যবহারোপযুক্ত অস্ত্র সস্ত্র

লাঠি ঠেঙ্গা দেখিয়া, ভুতনাথকে এক খানি অস্ত্র লইতে কহি-লেন। ভুতনাথও এক খানি অস্ত্র লইল।

হবি কহিলেন,—"ভাই সুরেন! এখন এদিকে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল; এখন চল উপরে যাই; যে ধনেব জন্য এত, সেই তোমাব ধন—তুমিই খোজ করিবে চল।"

সুরেন সাহ্লাদে কহিলেন,—"চল তাহাই করিব।"

এইরূপ কথা বার্ত্তার পর সকলে উপরে চলিলেন।

উপরে গিয়া সুবেন দেখিলেন,—একটী ঘরে ৬। ৭ জন পবি চাবিকা নিদ্রা যাইতেছে; সুরেন, একজনকে তুলিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন,—তোমাব নাম কি?

সে কিছু থত মত খাইয়া, চক্ষু রগড়াইয়া কহিল;—

"কেন? তোমরা উপরে কেন? তোমরা কে?"

"আমরা যেই হই; যদি বাঁচিতে চাও তবে গোল করিও না। তোমাব নাম কি শীঘ্র বল।"

এই কথাগুলি সুরেন কিছু কর্কশ স্বরে কহিলেন।

আমাব নাম বিমলা; আপনারা কে?"

"চুপ কব! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা কবি,—সত্য বল,—সে স্ত্রীলোকটী কোথায়?"

"কে স্ত্রীলোক? বৌ ঠাক্‌রুণ?"

"হাঁ!"

"তা' আমি জানি না বাবু! শ্যামা জানে।"

"কে শ্যামা? তা'কে ডাক।"

"ও শ্যামা! ও শ্যামা! ওঠ্; তোকে ডাক্‌চেন।"

এই বলিয়া বিমলা নিদ্রিত শ্যামাকে জাগাইল।

শ্যামা, সুরেন হরি প্রভৃতিকে দেখিয়া কহিল,—

"কেরে বাপু তোরা ? উপরে কেন ? ভুতো তুই এখানে।—" ইত্যাদি গোটা কতক কড়া কড়া বোল শুনাইয়া দিল।

সুরেন সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন,—

"আমরা তোর বাপ্! বেটীর যোর যোর কথা শুনেছ ? বেটীকে কেটে ফেল্লেও রাগ যায় না! বল্ বেটী! তোদের বৌ-ঠাকুরুণ কোথায় ?"

শ্যামার চমক্ ভাঙ্গিল; চক্ষু রগড়াইয়া একবার ভাল করিয়া দেখিল। বুঝিল, ও দ্বিরুক্তি না করিয়া "ঐ ঘর" বলিয়া একটী ঘর—সেই স্ত্রীলোকের কারাগার—দেখাইয়া দিল।

সুরেন বিলম্ব না করিয়া, ঘরেরদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন,—চাবি বন্ধ। শ্যামকে সম্বোধন করিয়া, চাবি আনিতে বলিলেন; শ্যামা চাবি আনিতে গেল।

এই অবসরে সুরেন, গৃহমধ্যস্থ ক্ষীণ রমণী কণ্ঠ নিসৃত—ক্রন্দন ও কতক গুলি কথা শুনিতে পাইলেন :—

রমণী কহিতেছে :—

"হাঃ বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে এত যন্ত্রনা লিখে ছিলে ? বিবাহ হইল; স্বামী! সে স্বামী এখন কোথায় ? পড়িলাম ডাকাতেব হাতে, পরিশেষে কি সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দিতে হইবে ? তাহা আমার জীবন থাকিতে হইবে না! মরি তাতে ক্ষতি নাই। ভ্রষ্টা হইব! কখনই না! কখনই না!! মৃত্যু তুমি কোথায়? রাত্র অনেক হইয়াছে; পাপাত্মা বোধ হয় এখনই আসিবে, তখন কি করিব ? আঃ মরি——————"

কথা না শেষ হইতে হইতে দ্বার উদঘাটিত হইল।

সুরেন ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—রমণী ধরাপরে ঘোম্‌টা দিয়া বসিয়া আছেন,—বাহ্য জ্ঞান শূন্য!

দ্বার উদ্ঘাটন শব্দ শুনিয়া রমণী চমকিত হইল, কহিল "হায় বিধাতঃ আবার! আবার!! সেই কথা শুনিতে হইবে? পিশাচ! দস্যু! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। তুই না প্রত্যহই বলিস্—তোর কথা না শুনিলে আমাকে হত্যা করিবি? আমি কখনই তোর কথা শুনিব না! হত্যা করিবি? কর!!! আমি—"

সুরেন আর অপেক্ষা না করিয়া কহিলেন,—

"ভয় নাই! আমরা দস্যু নহি; তোমার উদ্ধারার্থে এখানে আসিয়াছি। ভয় কি?

"ডাকাইত নই"—এই কথা উচ্চারণের সহিত রমণী তাহার চৈতন্য হারাইলেন,

ক্রমে হরি ও ভুতনাথ সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

সুরেন তখন ভুতনাথকে কহিলেন "ভুতনাথ! জান, কোথায় পাল্কী পাওয়া যায়?"

"আজ্ঞে জানি।"

"ভোর হইয়াছে; শীঘ্র পাল্কী আনয়ন কর। অবস্থা বড় ভাল নহে; তুমি শীঘ্র যাও।"

এই কথা বলিয়া সুরেন ভুতনাথকে বিদায় দিলেন এবং নিজে, হরি ও ঝি গুলির সাহায্যে, রমণীর শুশ্রুসা আরম্ভ করিলেন।

রমণীর চৈতন্য একবার আসে, আবার যাইতে লাগিল। কথা কহিব মনে করে; কিন্তু কহিতে পারে না,—ইহা তাহার মুখেরভাবে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছিল।

এদিকে ভূতনাথ, পাল্কী আনিল। রমণীকে ধরা ধরি করিয়া নিয়ে আনয়ন করতঃ পাল্কীতে তোলা হইল। সুরেন, ঝিদিগকে কিছু কিছু পারিতোষিক দিয়া, ভূতনাথ ও হরি সমভিব্যাহারে হরিপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এখন ভোর হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(পথি-মধ্যে।)

"কৃষ্ণবর্ণ, বর্ণ লৌহাকার!
ঘোর অন্ধকারে, যমদূতাকারে,
ধাইয়ে, আসিল,—
সম্মুখে সবার।"
শ্রীরামঃ——।

সকলে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে, দস্যুর বাটীর সমস্ত ঘর চাবি বন্দ করা হইল। সুরেন হরি ও ভুতনাথ পদব্রজে ও রমণী পাল্কীর মধ্যে গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পূর্ব্ব বর্ণিত বড় গাছ, ফাঁড়ি ইত্যাদি পার হইয়া, সকলে বড় রাস্তায় উপস্থিত হইয়া চলিতে লাগিলেন। পাল্কীও দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল।

যাইতে যাইতে সুরেন, ভুতনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—,

"ভুতনাথ! তুমি হরিপুর চেন?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"কতকক্ষণে সেই থানে যাইতে পারিব?"

"বেলা প্রায় ১০। ১১ টার সময়।"

আবার নিস্তব্ধে সকলে চলিতে লাগিলেন।

হরি মনের সুখে, সুরেনের সহিত কত রঙ্গ, ভঙ্গ, টাট্টা তামাসা করিতে করিতে চলিতেছেন, কখনও ঠাট্টার সহিত ধাক্কা দিতেছেন ; সুরেনও সময়ে তাহার প্রত্যুপহার দিতে ক্রটী করিতেছেন না।

তাঁহারা অনেক দূর আসিয়াছেন ; ক্রমে দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ তাঁহাদের দৃষ্টি গোচর হইল। তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই ; সুতরাং সে গুলি ততটা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না।

যাইতে যাইতে ভুতনাথ কহিয়া উঠিল "বাবু এখনও বিপদ আছে, সাবধানে চলুন ! এই স্থানে অনেক গুপ্ত-দস্যু থাকে।"

সুরেন কহিলেন, "আচ্ছা আমরা সাবধান হইলাম, তুমিও সাবধানে চল।"

সকলে স্ব স্ব অস্ত্র লইয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে দূরে, দূরে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, নানা প্রকারের ঝোপ দেখা যাইতে লাগিল সুরেন প্রভৃতি আশঙ্কায়, অস্ত্র উন্মুক্ত ভাবেই লইয়া চলিতে লাগিলেন।

পাল্কী সমবেগেই চলিতেছে। ক্রমে পাল্কী একটী বড় গোছ ঝোপের সম্মুখে যেমন উপস্থিত হইল, অমনি দুইজন ভীষণাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আসিয়া তাহাদের গমনপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

তন্মধ্যে একজন ভীষণ-কর্কশস্বরে ভুতনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—

"ওরে বেটা ভূতো ! এরা কেরে ?"

হরি, ভুতনাথ উত্তরের অগ্রেই রাগান্বিত স্বরে কহিলেন,—

"আমরা তোর বাবারে।"

এক জন, এই কথা শুনিয়া, লম্ফ প্রদানে যেমন হরিকে ধরিতে আসিবে অমনি সুরেন গিয়া সেই দস্যুর পৃষ্ঠেদেশে এমন

ছোরা দ্বারা আঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী হইল।

এই ব্যাপার দেখিয়া পাল্কী-বাহকগণ কিছু ভীত হইয়া, পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু ভূতনাথ তাহাদিগকে পলাইতে দিল না।

অপর দস্যু ব্যাপার বুঝিয়া চোঁচা দৌড় দিল, আর একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

পাল্কী আবার চলিতে লাগিল। এই সময়ে সুরেন্দ্র একবার পাল্কীর নিকট গিয়া দেখিলেন,—রমণীর পূর্ব্বের ন্যায় অজ্ঞানাবস্থা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(মাতুলালয়ে।)

"——বঁধু কি আর বলিব আমি ?
মরণে, জীবনে, জনমে, জনমে,
প্রাণনাথ হইত তুমি।
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বেঁধেছি প্রেমের ফাঁসি ;
সব সমর্পিয়া, এ মন লইয়া,
তোমার চরণে দাসী।
চণ্ডীদাস।

বেলা ৮।৯ টা। রৌদ্র বেশ ফুটিয়াছে। মনুষ্যও চটিতেছে ; উষ্ণ হইতেছে ; ঘামিতেছে ; বাতাস খাইতেছে ; আবার ঘামিতেছে। বড়লোক -টানাপাখার হাওয়ায় শরীর শীতলের চেষ্টা পাইতেছে ; কিন্তু আমাদের হরি সুরেন পাল্কীর মধ্যস্থিত রমণী, ভুতনাথ ও পাল্কীর বেহারাগণ রৌদ্রকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে।

বেলা আন্দাজ ১০॥ সাড়ে দশটা ; তখন সকলে হরির মাতুলালয় হরিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্র এই স্থানে আবার পাল্কীর নিকট আসিয়া দেখিলেন,—রমণীর পূর্ব্বাবস্থা। তখন সুরেন্দ্র হরিকে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া রমণীকে বৈটকখানায় লইয়া যাইতে বলিলেন।

হরির মাতুল মহাশয় বাড়ী হইতে, কোনও কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছেন। বাটীতে আছে,—হরির মাতুলানী রামধন বেহারা, হরির একটী ছোট মাসি ও শুদো নাম্নী চাকরাণী।

হরি ইহাদের কাহাকেও না ডাকিয়া, স্বয়ং বৈটকখানার দরজা খুলিয়া উভয়ে রমণীকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সুরেন বৈটকখানায় গিয়া হরিকে কিছু জল আনিতে বলিলেন।

হরি দৌড়িয়া যেমন জলার্থ বাড়ীর ভিতর যাইবেন, অমনি দেখিলেন,—সম্মুখে মাতুলানী।

মাতুলানী হরিকে দেখিয়া কহিলেন,—

"হরি! এত বেলায় কোথা থেকে এলি? এত ব্যস্ত কেন?

হরি কহিলেন,—

"মামী বড় বিপদ; শীঘ্র একটু ঠাণ্ডা জল দেও, আর পার যদি একবার বৈটকখানায় যেও।"

মাতুলানীও তাড়াতাড়ি হরির হস্তে এক পাত্র শীতল জল আনিয়া দিলেন। হরিও জল-পাত্র লইয়া বাহিরে গেলেন।

বাহিরে আসিয়া হরি, সুরেন্দ্রের হাতে জল-পাত্র দিয়া কহিলেন,—

"দেখ যেন ভাই! নিজেই ঠাণ্ডা হয়ে যেও না।"

এই বলিয়া, হাঁসিতে হাঁসিতে হরি আহারের উদ্যোগ করিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে সুরেনের যত্নে অল্প সময় মধ্যেই রমণী চৈতন্য লাভ

করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে, চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন। সুরেনের সহিত চারি চক্ষে মিলিল। রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া সলজ্জ ভাবে ঘোমটা টানিয়া মুখাবৃত করিলেন।

ভাল বাসা এমন দ্রব্য যে, যে একবার কাহাকেও যথার্থ ভাল বাসিয়াছে সে তাহার ভাল বাসা জন্মেও ভুলিতে পারিবে না, সুতরাং রমণী সুরেনের সেই প্রাণভরা ভাল বাসা কেমনে ভুলিবে?

রমণী ক্রমে জড়ষড় হইতে আরম্ভ করিলেন। সুরেন আর মনের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন,—

"হেম! আমাকে চিনিয়াছ কি?

হেমলতা সলজ্জ ভাবে উত্তর দিলেন,—

"তোমাকে আমার জীবন কি কখন ভুলিতে পারে?"

সুরেন ও হেমলতা বহু প্রকার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন,—কথার স্রোত চলিয়াছে তাহা ফুরায় না।

উভয়ে কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে বাহিরে কে ডাকিল,—

"সুরেন বাহিরে এস; ঢের কথা হইয়াছে, আর কহিতে হ'বে না। পরে সদা সর্ব্বদা কহিও।"

সুরেন এই কথা শুনিয়া বাহিরে গেলেন। বাহিরে গিয়া দেখিলেন, হরি, বেহারা ও ভুতনাথকে আহার করাইতেছেন।

হরিকে দেখিয়া সুরেন্দ্র বলিলেন,—

"আমরা কি কেউ নয়?"

হরি কহিলেন,—

"যাও বাক্য সুধা পান ক'রে পেট ভরাও গে। আর ভাত খেয়ে কাজ কি ?"

সুরেন "আচ্ছা তাই করিগে" বলিয়া পুনরায় বৈটকখানায় প্রবেশ করিলেন।

হেমলতা তাঁহাকে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কহিলেন,—

খেলে না ? খাওগে যাও।"

সুরেন কহিলেন,—

"হরি কহিল তোমার বচনসুধা পান করিতে।"

হেমলতা সলজ্জ ভাবে কহিলেন,—

"তা'তে আর কাজ নাই।"

এই রূপ কথাবার্ত্তা রসিকতা,—চলিতেছে, এমন সময়ে হরি, বৈটকখানায় প্রবেশ করিল।

হরিকে দেখিয়া হেম, কিছু বিশেষ রকম জড়ষড় হইল।

হরি কহিল,—

"হল এখন এস দুটী মুখশুদ্ধি করে যাও।"

"আচ্ছা যাই, তোমার পেটশুদ্ধি হয়েছে ত ?

এই রূপ ঠাট্টা রসিকতা চলিতে লাগিল, এইবার উঠিয়া যাইবেন মনস্থ করিলেন, এমন সময়ে স্বয়ং মামী সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুরেন্দ্র শশব্যাস্ত উঠিয়া মামীকে প্রণাম করিলেন।

মামী কহিলেন,—

"বেঁচে থাক, চিরজীবি হও। আচ্ছা বাবা! তোমার শ্বশুর বাড়ীর কি গোলমাল শুনছিলাম! তার কি হ'ল বাবা ?"

কথা শেষ না হইতে হইতেই হরি কহিল,—

"মামি! তুমি কি এই বয়েসে চোখ দুটী খেয়েছ নাকি? পাল্কীতে চড়ে কি আমি এলুম? না সুরেন এল? ও কোণে কে? ভাল করে দেখ, তবে অন্য কথা কহিও।"

মামী, "ও মা তাইত গা! দেখতেও পাইনি। বৌমাকে আমার এখানে বসিয়ে রেখেছ। বাবা সুরেন! একি তোমার পরের বাড়ী? তুমি যেমন আমার হরিও তেমন। ছি! এমন কাজও করে? এস মা বাড়ীর ভেতরে এস,"—

মামী এই কথা বলিয়া হেমলতার হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইযা গেলেন।

সুরেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন ও মামীর ব্যাপার দেখিযা মনে মনে হাঁসিতে লাগিলেন।

হেমলতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহারাও বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে উভযে আহারান্তে বাটীর ভিতর হইতে আসিযা বৈঠকখায উপস্থিত হইলেন।

এই সময হরি কহিল,—

"তবে আর অধিক দেরী ক'রে কাজ নাই বেহারাদের বিদায় করা যা'ক্ এস; ওরা ত অনেক দূর আবার ফিরে যাবে?"

সুরেন কহিলেন,—

"চল তাহাই করা যাউক,—"

ইহা বলিযা দুই জনে বাহিরে আসিলেন তাঁহাদিগকে দেখিয়া বেহারাগণ ও ভূতনাথ আসিয়া তাহাদের বিদায় প্রার্থনা করিল।

সুরেন বেহারাগণকে হরির পরামর্শানুসারে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন।

এইবার ভুতনাথ। সুরেন ভুতনাথকে ডাকিয়া কহিলেন,—

"ভুতনাথ! তুমি আমাদের প্রকৃত বন্ধু; আমরা তোমার উপকারের প্রত্যুপকার কদাচ করিতে পারিব না। তুমি এখন যাইও না। আমি তোমার সহিত পুনরায় সেই স্থানে যাইব। সেই দস্যুর সম্পত্তি যাহাতে তোমার হয় ও যাহাতে তুমি নির্ব্বিঘ্নে সেই স্থানে অবস্থান করিতে পার,—তাহার আমি চেষ্টা করিতে যাইব। তুমি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।

ভুতনাথ কহিল,—

"মাপ করিবেন মহাশয়! আপনি আর ওদিকে যাইবেন না। ভয়ানক বিপদপাত হইতে পারে।"

সুরেন্দ্র সহাস্য বদনে কহিলেন,—

"না, না, তুমি অপেক্ষা কর আমি আসিতেছি বলিয়া,— সুরেন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভুতনাথ তাঁহাকে আর বাধা দিল না।

বেলা, শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রায় ৬টা। হেম- লতা, অদ্য আহারান্তে, প্রায় বেলা ৪ টার সময়, একবার শয্যায় গা ঢালিয়াছেন। যে নিদ্রা তাঁহাকে প্রায় ১৫ দিন আক্রমণ করিতে পারে নাই, অদ্য সেই নিদ্রা, তাহাকে সুখে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। হেম, গাঢ় নিদ্রায় অভিভুত।

বলা বাহুল্য যে সেই দস্যু গৃহ হইতে মুক্ত রমণীর ওরফে "বৌমার" নাম হেমলতা।

সুরেন ধীরে ধীরে হেমলতার গৃহে প্রবেশ করিয়া, দেখি-

লেন,—হেম নিদ্রিত, তখন তিনি তাঁহার কাণের কাছে মুখ লইয়া ডাকিলেন,—

"হেম।"

হেমলতা, এতক্ষণ কোনও পার্থিব শব্দই শুনিতে পান নাই কিন্তু সুরেনের কথা বোধহয় এখন তাহার কর্ণে স্থান পাইল; তিনি তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং অঙ্গের বস্ত্র গুলি যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়া কহিলেন,—

"কি?"

"আমি চলিলাম, তুমি এখানে থাক; আমি শীঘ্রই আবার আসিতেছি।"

হেম বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন,—

"কোথায়?"

"সেই ডাকাইতের বড়ী!"

"না, তোমার পাযে পড়ি, তুমি যেও না, সেখানে আর যেও না! সেখানে গেলে বিপদ হবে! যেও না, যেও না।"

কথা গুলি হেমলতা এক প্রকার পাগলের ন্যায় কাতর স্বরে কহিলেন।

"হেম! তুমি কি পাগল? কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই! তোমার ও আমাদের প্রাণদাতা ভুতনাথ আমার সঙ্গে যাইবে। তোমার কোনও চিন্তা নাই, আমি শীঘ্র আসিব";—বলিযা সুরেন গৃহের বাহিরে গেলেন। হেমও এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে সুরেন হেমের দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইয়া গেলেন। হেমও ক্রমে ম্রিয়মাণা হইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(দস্যু-গৃহে।)

গর্জ্জিয়া কহিল সবে ;—(মনের উল্লাসে,
শোণিত সুধায় সব সে ধ্বনি তরাসে।)
"নাহি রক্ষা তোর এবে শোন হারাম-জাদ !
আপনার পা আপনি ফাঁদে দিলি করে সাধ।"

শ্রীবামঃ—।

হেমলতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সুরেন্দ্র একবাব হরির অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু হরি গৃহে না থাকা প্রযুক্ত সুরেন, একাকী ভুতনাথের সহিত যাইবেন স্থির কবিলেন ; কিছু পরে ভূতনাথ ও সুরেন্দ্র দস্যু-গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

গমন কালে সুরেন ভুতনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ভুতনাথ ! তুমি যদি দস্যুর সমুদয় বিষয় সম্পত্তি পাও, তবে তোমার কোনও বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে ?"

"ফাঁড়িদার ব্যাটা যদি বদ্‌লী হ'য়ে যায়, তবে নাই। আর যদি ওই ব্যাটাই থাকে, তবে অনেক বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা ; কারণ ওই ব্যাটাই আমাদের বাবাজীর প্রধান সহায় ছিল, বল্লেই চলে।"

"ও ব্যাটা কিছু পেত?"

"কেন পাবে না? প্রায় অর্দ্ধার্দ্ধি;"

"আচ্ছা ওর ঘরেকোনও বামাল বেরবার সম্ভাবনা আছে?"

"সম্ভাবনা? আমি নিজেই কত বামাল ওর ঘর থেকে বার কর্ত্তে পারি।"

সুরেন, আর কোনও কথা না কহিয়া ভুতনাথকে একটু দ্রুতপদে চলিতে আদেশ করিলেন এবং উভয়েই দ্রুত পদে চলিতে লাগিলেন।

এক্ষণে, উভয়ে চলিয়া, প্রায় রাত্র ৮টার সময় তাঁহারা সেই ভীষণ দস্যু-গৃহে উপস্থিত হইলেন।

অদ্য পূর্ণিমা; বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে; বৈশাখী সমীরণ মৃদু মন্দ বহিয়া, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচীত সুরেন ও ভুতনাথকে পথ ক্লেশ ভুলাইতে লাগিল। যখন তাহারা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেছেন; এমন সময়ে বোধ হইল—যেন ৪। ৫ জন লোক গুপ্ত ভাবে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

সুরেন তাহাদিগকে চন্দ্রালোকে দেখিলেন বটে কিন্তু গ্রাহ্য না করিয়া বাটীর মধ্যে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিলেন।

সুরেন বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনাবলী আকাশ পটের তারার ন্যায় একটী একটী করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। হত্যা!—যাহাকে তিনি কল্য কোন গ্রাহ্যই করেন নাই, অদ্য সেই হত্যা—তাহাকে যেন ভীষণ মূর্ত্তিতে ভয় দেখাইতে লাগিল। তিনি নিজেকে নিজে ভয়ানক দস্যুবৎ ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার এভাবনা মনে বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। তিনি যাহা করিতে

আসিয়াছেন তাহাই করিবেন,—মনে সংকল্প করিয়া, পূর্ব্ব স্মৃতিকে জলাঞ্জলি দিলেন।

তিনি ভূতনাথকে আলোক জ্বালিতে কহিলেন। কথামত ভুতনাথ আলোক জ্বালাইয়া আনিল।

সুরেন ভুতনাথকে কহিলেন,—

চল সমস্ত গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখি, কেহ কোথাও পালাইযাছে কি? "আছে!"

"সে জন্য আপনাকে কোনও চিন্তা করিতে হইবে না; তাহারা আবদ্ধই আছে, আপনি চলুন দেখিবেন।"

বলিযা ভুতনাথ আলোক হস্তে একটী ঘরের দিকে চলিলেন। সুবেনও তাহার পশ্চাৎ গমন করিলেন।

সুবেন কহিলেন,—

"ভুতনাথ আলোটা আমার হাতে দিয়া তুমি আর একটী আলো খুঁজে আন।"

এই বলিয়া আলোকটী ভুতনাথের হস্ত হইতে লইলেন; আলোক হস্তে একটী ঘরের নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন,—দরজা ভাঙ্গা! দেখিযা তিনি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মনে মনে "ভুতনাথকে যেতে নিষেধ করি—"এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সমযে, বাহিরে,—"বাবারে! গেছিরে!! মেবে ফেল্লেরে!!!" আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সুরেন্দ্র, ভুতনাথের আর্ত্তনাদ! বুঝিতে পারিয়া "ভয় নাই" বলিতে যাইবেন, এমন সময়ে ৪। ৫ জন লোক আসিয়া তাঁহার মুখ দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া ফেলিল এবং সরোষে বলিতে লাগিল,—

"হারামজাদ্ আর যাবি কোথা? তোর মুণ্ড কাল মা কালীর পূজার ভোগ হ'বে! ব্যাটার কি অস্পর্দ্ধা!!"

এই বলিয়া তাহারা তাঁহার হস্তদ্বয় "পিচ মোড়া" করিয়া বাঁধিয়া, টানিয়া হিচ্ড়াইয়া ঘরের বাহিরে লইয়া চলিল।

সুরেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। কি করিবেন? হস্তদ্বয় আবদ্ধ; তিনি একা, তাহারা ৫। ৬ জন! সুতরাং নিরূপায় ভাবিয়া তাহাদের সহিত চলিতে কোনও বলপ্রকাশ করিলেন না।

দস্যুরা আলোক হস্তে যাইতেছে সুতরাং তাহাদিগকে চিনিতে তাহার বাকী রহিল না। তিনি প্রত্যেকের এক একটী চিহ্ন মনে দৃঢ় করিয়া রাখিলেন এবং—"আমি যদি কখন এক দায় নিস্তার পাই তবে দেখিব"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দস্যুগণ তাঁহাকে একটী ঘোর অন্ধকার ঘরে লইয়া গেল এবং বন্ধনাবস্থায় সেই ঘরে রাখিয়া দরজা চাবিবদ্ধ করতঃ চলিয়া গেল।

দুর্ভাগ্য সুরেন্দ্র -সেই ঘরে বন্দিভাবে রহিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

(অন্ধ-কূপে।)

"————————ডরি কি সমরে ?
কেন বা ডরিব ? সমরে পশিব ;
এবে যদি বাঁচি, অস্ত্র প্রহরণে——
(দেখি) কত বীর্য্য ধরে, তাহাদের করে ?
উপযুক্ত শাস্তি দিব————"

শ্রীরামঃ।

অন্ধকার ঘরে সুরেন্দ্র নিরূপায়! "হস্ত পদ আবদ্ধ! উদ্ধারের উপায় নাই! জীবন, রাত্র প্রভাতের সহিত যাইবে! কি করি ?"—ইত্যাকার চিন্তায় সুরেন বিশেষ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

চিন্তা যথন উপস্থিত হয় তথন একা আইসে না। তাহাব সঙ্গী, সামন্তের সহিত উপস্থিতি দেখা যায়। সুরেনের মানস-সমুদ্র বিবিধ চিন্তারূপ ভীষণ বাত্যায়, ভয়ানক আলোড়িত হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন,—"ভুতনাথের কি দশা হইল ? দস্যুরা নিশ্চয় তাহাকে হত্যা করিয়াছে! হায়! অভাগা আমার স্বত উপকার করিয়া শেষ আমার জন্য তাহার অমূল্য জীবন রক্ত বিসর্জ্জন দিল। আমি কি নরাধম! সে আমাকে রক্ষা

করিবার জন্য এত করিল; পুষ্করণীতীরে আমাদের সাবধান করিল,—পলাইতে বলিল; শেষে তাহার এই দশা হইল! আমি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না! ধিক্ আমাকে, ধিক্ আমার জীবনে।

ইত্যাকার চিন্তা করিতেছেন এবং এক এক বার মনে হইতে লাগিল "চিৎকার করি"। পর ক্ষণেই দস্যুর ভয় তাঁহার মুখ যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল। তিনি চিৎকার করিতে পারিলেন না।

তাহার ভাবনার আর পার নাই। ভাবিতেছেন নানা বিষয়। হটাৎ তাহার হৃদয়ে নব-ভাবনা-স্রোতে উঠিয়া অন্যান্য ভাবনাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন,—"হেমলতা"

এসমস্ত ভাবনার বরং পার ছিল, এভাবনার আর পার নাই; অপার ভাবনায় তিনি পতিত হইলেন। ভাবিলেন,—

"হেমলতা!! তাহার নিকট বলিয়া আসিয়াছি রাত্র-মধ্যে ফিরিব, কিন্তু কি করিয়া ফিরিব? আমি যে আবদ্ধ! সে' কি মনে করিতেছে? বোধ হয় জন্মে তাহার দেখা পাইব না। জন্মে কি? যাহা দেখিয়াছি সেই শেষ দেখা। কল্যই আমার মৃত্যুর দিন। ভগবান! তোমার মনে কি এই ছিল? আমিত জ্ঞানকৃত তোমার কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করি নাই। নরহত্যা করিয়াছি! এইত তোমার নিয়ম লঙ্ঘন।"

এই কথাব পর সুরেন আর কথা কহিতে পাবিলেন না। তাহার বাক্য শেষ হইল। চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পাশের ঘরে ঘড়িতে টং টং করিয়া ১০টা বাজিল। সুরেন

বুঝিলেন,তাহার জীবন আর দশ বার ঘণ্টা আছে। কি করিবেন? উপায় নাই ভাবিয়া এবারে চেতনা হারাইলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পুনরায় চেতনা পাইয়া বুঝিলেন, প্রায় রাত্র ১১টা হইবে। বাড়ীটী নিস্তব্ধ, ঘরটী ভয়জনক অন্ধকারে পরিপূর্ণ। সুরেন্ একবার চারি দিকে চাহিলেন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আবার ভাবনা আসিল। ভাবিতেছেন,—"কেবল হেমলতা"।

হটাৎ মনুষ্যপদ ধ্বনি সুরেনের কর্ণ কুহরে ধ্বনিত হইল। ভয়ের সময় মনুষ্য পদশব্দ শুনিল, ভয় অপগত হয়; কিন্তু এ শব্দে সুরেনের ভয় গেল না। বরং সমধিক ভয় বৃদ্ধি পাইল। তাহার জীবন দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করে, কষ্টে করিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন,—নিশ্চয় দস্যুগণ আসিতেছে! হত্যা করিবে! কি করিব? হেমলতারদশা কি হইবে? সে যে হরির মাতুলালয়ে অকালে সুথাইয়া যাইবে, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে তিনি পুনরায় জ্ঞান হারাইলেন।

সুরেনের অন্ধকুপের 'দ্বার' হড়াৎ' শব্দে উদ্ঘাটিত হইল। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সুরেনও চৈতন্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। বোধ হইল,—ঘরে মনুষ্য কেঁহ প্রবেশ করিল। সুবেন, থর থব কাঁপিতে লাগিলেন। ভয়ে, তাঁহার বাক্‌বোধ হইয়া আসিতে লাগিল। ভাবিলেন,—মৃত্যু নিকট! কিন্তু "মরিব ভয় কি?" বলিয়া হৃদয়কে দৃঢ় করতঃ কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেও—"

উত্তর,—

"চুপ, চুপ";

সুরেন্দ্র, শুনিতে পাইলেন, কে যেন মৃদুস্বরে বলিতেছে,—"চুপ করুন।"

স্বর কিন্তু সুরেনের পক্ষে চেনা চেনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সুরেনের দেহে যেন পুনর্ব্বার জীবন সঞ্চার হইল। তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ভূতনাথ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; আস্তে কথা ক'ন।"

"আচ্ছা।"

"আপনি কোথা।"

"এই যে।"

ভূতনাথ, স্বর লক্ষ করিয়া কাছে আসিল গায়ে হাত দিয়া দেখিল হাত পা বদ্ধ। ভূতনাথ তাহা খুলিতে আরম্ভ করিল।

সুরেন এতক্ষণ ভাবনা-সাগরে মগ্ন ছিলেন। তাহার কিছুই স্মরণ ছিল না, এখন তাহার স্মরণ হইল যে কোমরে ছুরা আছে, ভূতনাথকে কহিলেন,—

"দেখ; অত কষ্ট করিতেছ, কেন? আমার কোমরের ডান দিকে হাত দিয়া দেখ ছোরা আছে তাহারা বন্ধন রজ্জু ছিন্ন কর।"

ভূতনাথ তাহাই করিল। সুরেন মুক্ত হইয়া মনে মনে ভূতনাথকে সহস্র ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

সুরেন কহিলেন,—

ভূতনাথ সে ব্যাটারা কে? আমি তাহাদের মধ্যে একজনকে চিনিয়াছি যে ব্যাটা সে দিন পাল্কীআট্‌কাতে এসেছিল যে পালাল, নয়?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"তা'রা গেল কোথা ?"

"সে সমুদায় জানিয়া কাজ নাই, এখন হরিপুর চলুন। সেখানে কত লোক কত কি ভাবিতেছেন।"

"না তুমি বল ; আমার দরকার আছে।"

"কেন ?"

"তা'রাই ত তোমার শত্রু তাহারা থাকিতে তোমার এবিষয় সম্পত্তিত শত্রুশূন্য নহে, সুতরাং তাহাদের নিপাত করাই কর্ত্তব্য।"

ভূতনাথ আগ্রহের সহিত কহিলেন,—

"কেমন করিয়া করিবেন ?"

"পুলিসের সাহায্যে।"

ভূতনাথ আর কোনও কথা না কহিয়া তাঁহাকে দস্যুদের ঘর দেখাইয়া দিল। সুরেন দেখিলেন,—কেহ কোথাও নাই ; সমুদয় ঘর শূন্য। ভূতনাথকে সুরেন সমস্ত ঘরে চাবি দিতে বলিলেন।

চাবি দেওয়া হইল। ভূতনাথ ও সুরেন পুনর্ব্বার হরিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাত্র টংটং করিয়া ১২টা বাজিল। রাস্তার গমনকাল সুরেন ভূতনাথ "তুমি দস্যু হস্তহইতে কি প্রকারে নিষ্কৃতি পাইলে, জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল—"ভগবান্ আমাদের সহায়। আমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, আমি তাহাদেরই পক্ষে ;তখন একা বলিয়া তাহার পশ্চাতগামী হইয়াছিলাম। এখন ত শীকার আনিয়াছি।' এই কথা শুনিয়া তাহারা বিশ্বাস করিয়া আমায় ছাড়িয়া দিল আমিও

আপনার ঘরে আসিলাম। তাহারা সকলে কোথায় চলিয়া গেল।”

সুরেন আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মনে মনে ভূতনাথের বুদ্ধির অশেষ প্রশংসা করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(পিঞ্জরে বিহঙ্গিনী।)

"—— —— —— —— —— কোথা
মরি সে সুচারু হাঁসি মধুর অধরে,
নিত্য যে শোভিত যথা দিনকর কর
রশ্মি তোর বিম্বাধরে পঙ্কজিনি ?

মেঘনাদ বধ।

হেমলতা, সুরেনের গমনের পর কিরূপ এক প্রকার বিমনা হইলেন। পতির বিষয় একমনে ভাবিতে লাগিলেন।

যখনই কোন বিষয় ভাব না কেন, দেখিবে কুচিন্তাই প্রথমে হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিবে। সুতরাং হেমের ভাবনা যে সুরেনের শুভ বিষয়ক নহে তাহা যিনিই তাঁহার তাৎকালিক মুখচ্ছবি অবলোকন করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তাহার নয়নদ্বয় হইতে অজস্র অশ্রু পড়িতেছে, কখনও তিনি মনে মনে কত কি বকিতেছেন; কখনও বসিতেছেন, কখনও উঠিতেছেন ইত্যাদি প্রকার কষ্টব্যঞ্জক ভাব, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাঁহার মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল; সঙ্গে সঙ্গে হেমলতার হৃদয়ে দুর্ভাবনা বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল।

রাত্র ৮টা বাজিল; তথাচ সুরেন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই, বাহিরে হরি কথা কহিতেছে,—

"মামী! সুরেন কোথা গেল? বৌদিদির কাছে না কি? দেখি" বলিয়া হরি, হেমের ঘরে প্রবেশ করিল কিন্তু হেম একাকিনী রহিয়াছেন, দেখিয়া সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

হরিকে দেখিয়া, হেমের ভাবনা দ্বিগুণিত হইল। কারণ তিনি জানিতেন তাহার প্রাণেশ্বরের বন্ধু, বন্ধুর অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু তাহা নহে। এখন তিনি ভাবিলেন হায়! তিনি একা! ডাকাতের হাতে পড়িলে কে তাহাকে উদ্ধার করিবে? বোধ হয় তিনি ডাকাইত কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। না হয় ডাকাইতরা তাঁহাকে কত কষ্ট দিতেছে ইত্যাদি প্রকার তিনি বহু চিন্তা আরম্ভ করিলেন। যতই চিন্তা করেন, ততই চিন্তা বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে বড়ই আকুলিত করিতে লাগিল। তাঁহার আয়ত লোচনদ্বয় হইতে টপ্ টপ্ জল পড়িতেছে; সততই তাহার হৃদয়েশ্বর সংবাদ পাইবার জন্য মন ব্যস্ত হইতে লাগিল, কিন্তু হায়! তাঁহার এখানে কেহ আপনার নাই যে, তাহাকে সান্ত্বনা করে অথবা তাহার হৃদয়বল্লভের সংবাদ আনিয়া দেয়! সুতরাং নিরুপায়!!!

ক্রমে রাত্র অধিক হইতে লাগিল। ঘোর অন্ধকার পৃথিবী ব্যাপিয়া ফেলিল; কিন্তু সুরেন কোথায়?

হেম সেইভাবে সেইখানে বসিয়া, সুরেনের বিষয় ভাবিতে-ছেন—তাহার বাহ্যজ্ঞান তাঁহাকে ছাড়িয়া পালাইয়াছে, ঝি আসিয়া আহার করিতে ডাকিয়াছে কিন্তু সে আহ্বান তাহার

কাণে যায় নাই। এই বার স্বয়ং স্বামী আসিয়া ডাকিলেন,—

"বৌমা!"

উত্তর নাই।

আবার ডাকিলেন,—

"বৌমা শুনছ? আহার করবে এস.।"

হেমলতার এতক্ষণে চমক ভাঙ্গিল। ঘাড় নাড়িয়া ভোজনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

"কেন, অসুখ হইয়াছে?"

হেমলতা পুনর্ব্বার, ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন,—অসুখ

"হাঁ সমস্তদিন কষ্টে অসুখ হতেই পারে, আচ্ছা মা! তবে শোও।—" বলিয়া মামী প্রস্থান করিলেন।

হেমলতার ভাবনা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। তিনি বুঝিলেন রাত্র অনেক হইয়াছে। আহারের সময় উপস্থিত! কৈ তিনিত আসিলেন না? "এখনি আসিব" বলিয়া গেলেন তবে কি হইল?—বলিয়া অঝোরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বরুণদেব সময় বুঝিয়া তাহার চক্ষেব উপব আসন পাতিলেন, তিনি স্থির নিশ্চয় করিলেন যে, তাঁহার স্বামী নিশ্চয় কোনও বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি কাঁদিতেছেন তাঁহাকে কেহ বারণ করিবার লোক তথায় উপস্থিত নাই, কারণ ঘরটী অন্য জন-শূন্য।

ক্রমে রাত্র অধিক হইতে লাগিল। তিনি তাহার হৃদয়েশ্বরের প্রত্যাগমন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। রাত্র ক্রমে ১০।১১।১২টা বাজিয়া গেল। সর্ব্ব-সন্তাপ-হারক

নিদ্রা তাঁহার তাপ দূর করিতেসমর্থ হইল না, কারণ রমণী ভাবনা রূপ দৃঢ় বাণে নিদ্রাকে পরাজয় করিয়া বসিয়াছেন।

হেমলতা কত কি ভাবিতেছেন, কাঁদিতেছেন, কত কি করিতেছেন। তিনি এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান শূন্য ছিলেন কিন্তু রাত্র তিনটা বাজিল, এটী তাহার কর্ণে স্থান পাইল। তখন তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার প্রাণ বল্লভ তাঁহাকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

"এত যন্ত্রণার পর বিধি! আরার যন্ত্রণা! আমার স্বামী যে পথে গিয়াছেন আমিও সেইপথে যাইব। এ জীবনে আর ফল কি?" ইত্যাদি ভাবিয়া হেম আত্ম হত্যার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

হেম! তুমি বুদ্ধিমতি; তুমি কি জান না, আত্ম-হত্যা মহাপাপ! যে আত্ম-হত্যা করে, তাহার জন্ম জন্ম নিচ যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়! পরকালে কষ্টের সীমা থাকে না!!! উদ্ধারের পথ নাই! আত্মঘাতীর অন্ত্যেষ্টী নাই! শ্রাদ্ধ নাই!! পিণ্ড নাই!!! গয়াধামে আত্ম-ঘাতীর পিণ্ড দিবার যো নাই। আবার ইহ-লোকে লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। আত্মীয় স্বজনের না না বিধ লাঞ্ছনা হয়, কষ্টের সীমা থাকে না। যদি মনোরথ বিফল হয় আবার রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়! যে কার্য্যে ঐহিক পারত্রিক, এত লাঞ্ছনা, এত যন্ত্রণা, তেমন কাযও কি করিতে আছে?

কিন্তু তাঁহার সে বুদ্ধি এখন আর নাই;—বিবেচনা তাহাকে এককালে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

পাঠিকাগণের মধ্যে, কেহ যদি এই রূপ বিপদে পড়িয়া

থাকেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন, আমা.দর হেমের এ অবস্থায় কি ভয়ানক মনোবিকার উপস্থিত !!

তিনি সেই ভয়ানক সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহার ঘরের চতুর্দ্দিকে দীপ হস্তে অন্বেষণ করিয়া, এক গাছি দড়ি প্রাপ্ত হইলেন; এবং "উদ্বন্ধনে" প্রাণত্যাগ করিবেন—ঠিক করিলেন।

সমস্ত আয়োজন হইল। হেমলতা পার্শ্বের ঘরের ঘড়িতে টং টং টং টং করিয়া ৪টা বাজিল, শুনিলেন। আর বিলম্ব করা উচিত নহে বিবেচনায় রজ্জু গাছটী হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একবার হাসিলেন, আবার স্থির হইলেন। পাঠক! সেই নব-যৌবনার সেই অবস্থা একবার ভাবুন! আমার লেখনী সে ভাব প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

হেম বলিয়া উঠিলেন,—

"এ পোড়া প্রাণ আর কাহার জন্য! যাও! এখনি যাও!"

কথা শেষ না হইতে হইতে তিনি দরজায়কে ডাকিতছে, শুনিতে পাইলেন। তাহার হৃদয় তন্ত্রীচয় আবার যেন লয় যুক্ত হইল। তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন এবার বুঝিলেন, এস্বর আর কাহারও নহে, তাহার প্রাণনাথ; জীবন-সর্ব্বস্ব, প্রাণ-বল্লভ, যাহার বিরহে তিনি স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিতে কৃত সংকল্প হইয়া ছিলেন, সেই—সুরেনের—স্বর। তখনতাহার মন যে কিরূপ হইল,- তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারিবেন না। তিনি মনে করিলেন দৌড়াইয়া গিয়া দ্বার উদঘাটন পূর্ব্বক তাহার জীবন-সর্ব্বস্বকে দেখেন, কিন্তু নারীর প্রধান ভূষণ লজ্জা, তাহার বিরোধী সুতরাং তাহাব ইচ্ছা পূরণের কিছু বিলম্ব ঘটিল। তিনি যে রূপ অবস্থায় ছিলেন

সেইরূপ অবস্থায় বসিয়া পড়িলেন। অত্যধিক আনন্দ তাঁহার জ্ঞান হরণ করিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন হেমের ঘরে প্রবেশ করিলেন, দেখি-লেন—হেম বসিয়া আছেন, দীপটী নিবু নিবু অথচ হেম সেটীকে যত্ন করেন নাই। সুরেন নিজে গিয়া প্রদীপটাকে উজ্জ্বল করিয়া দিলেন; প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকেদেখিলেন,—হেমের চক্ষে জল ধারা!—জ্ঞান নাই বলিলেও হয়। দেখিয়া শীঘ্র হেমের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

"হেম! কাঁদিতেছ কেন?"

হেম নিরুত্তর।

হটাৎ সুরেনের চক্ষু সম্মুখস্থ দড়ি গাছটীর উপর পড়িল; তিনি ব্যস্ততাসহকারে সেই গাছটী হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"হেম! একি; দড়ি কেন?

হেম একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন,—

"মারিবার জন্য।"

কিসের জন্য মারিবে! আমার জন্য?

"হাঁ; তোমার মত মিথ্যাবাদি কি জগতে আছে?"—

এই বলিয়া হেম কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সুরেন আদর পূর্ব্বক হেমের চিবুকে হাত দিয়া কহিলেন,—

"অপরাধ হইয়াছে; ক্ষমা কর। না রাধার মানভঞ্জন করিতে হইবে?"

হেম কিছু অপ্রতিভ হইলেন, এবং মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—

"হে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত! তোমার আবার অপরাধ?"

প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তবে এত দেরী হ'ল কেন?"

সুরেন তাহার দেরী হইবার কারণ সমুদয় যথাযথ বর্ণন করিলেন, সুরেন্দ্রের বিপদের কথা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং ভুতনাথের উপকারের কথা শুনিয়া তাহাকে মনে মনে শত শত ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রে হেমকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—

"আর ভাবনা কি? আমিত আর মরি নাই! বাঁচিয়া আসিয়াছি কেবল তোমার কোপাল যোরে।

হেম জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিকে আমি একটী পারিতোষিক দিব, তুমি কি বল?

"আমি তাহাকে দস্যুর রাজ্য পারিতোষিক দিতে চেষ্টা করিব আবার তুমি কি দিবে?

"আমার হীরার চিক ছড়াটী।"

"আচ্ছা তাই দিও।"

"সে কোথা? আমি তা'কে কি করিয়া দিব?

"সে আমার সহিত আবার এখানে আসিয়াছে, কাল আমাদের বাড়ী যাইবে, তখন দিও।"

"আচ্ছা তাহাই করিব।"

কথা বার্ত্তা শেষ হইতে হইতে ৫টা বাজিল। সুরেন্দ্র ঘোর পরিশ্রমে শীঘ্রই নিদ্রাবিভূত হইলেন হেম, সুরেন্দ্রের বিপদ ঘটনা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিতা হইলেন।

ক্রোড় পরিচ্ছেদ।

গৃহ গমনে।

পরদিন সুরেন মামীর নিকট, বাটি যাইবার জন্য বিদায় লইতে গেলেন,—মামী সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"হেমের কোনও অসুখ হয় নাই ত ?"

সুরেন্দ্র কহিলেন,—

"না।"

"সে কাল আর কিছু খায় নাই, অদ্য আহারের পর রওনা হইও।" 'হাঁ' বলিয়া সুরেন সেই কথায় সম্মত হইলেন।

পরে আহারাদি শেষ হইলে, সুরেন, হরি, হেম, ভূতনাথ মামীর পদধুলি গ্রহণ করতঃ বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। মামী—তাহাদিগকে "দীর্ঘ জীবন লাভ কর" এবং বধূমাতাকে "চির এয়োস্ত্রী হও" ইত্যাদি বিবিধ প্রকার আশীর্ব্বাদ করতঃ বিদায় দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

(স্ব-ভবনে।)

"ধন্য সে ধরণী-তলে অগ্রগণ্য ধাম !
যাহার মাহাত্ম্য আমি অক্ষম বর্ণনে ;—
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' যে ভূমির নাম
উজ্জ্বল করিতে সাধ করে সর্ব্বজনে।"

পদ্যপাঠ। তৃতীয়ভাগ (জন্মভূমি)।

নদীয়া জেলায় জগৎপুর একটী সুন্দর গ্রাম। এই স্থানে বহুসংখ্যক ভদ্র লোকের বাস। প্রস্তাবিত আখ্যায়িকার নায়ক "সুরেন্দ্রনাথের" পিতা জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই গ্রামে বাস করিতেন, সুরেন্দ্রনাথ যখন ১২ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, সেই সময়ে, পিতার আগ্রহ-নিবন্ধন, তাঁহার পরিণয় কার্য্য চাঁদ পাড়া নিবাসী হর বাবুর কন্যা হেমলতার সহিত সম্পন্ন হয়।

সুরেন্দ্রনাথ ২০ বৎসর বয়সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাহার পিতা জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় ; এবং তিনিই পিতার অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়েন, সংসারের ভার তাঁহার মস্তকে পড়াতে সুরেন্দ্র লেখাপড়া ছাড়িতে বাধ্য হন।

ধর্ম্মে, সুরেন্দ্রনাথের, পিতার ন্যায় বিশেষ আস্থা ছিল। আজ কালিকার পাস করা ছেলের ন্যায় তিনি আত্মাভিমানী

বা ধর্ম্ম বিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি একজন বিশেষ পরোপকারী ও স্বদেশ-হিতৈষী লোক ছিলেন। কোনও লোকের কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে, তিনি অর্থত দূরের কথা, প্রাণ দিয়া পর্য্যন্ত যাহাতে তাহার উপকার হয়, এরূপ কার্য্যে সদা-সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন।

ভাল লোকের সহিতই ভালোকের মিল হয়। সেই গ্রামের হরিহর চট্টোপাধ্যায় নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন, তাহার মধ্যম পুত্র হরিনারায়ণ, আমাদের সুরেন্দ্র নাথের একজন প্রাণ-বন্ধু রূপে তাঁহার সহিত মিলিত হইল। তাঁহাদের একত্র আহার, একত্র বিহার, একত্র পাঠ, সমুদয় কার্য্যই একত্রে। কেহ তাহাদিগকে ভিন্ন গর্ভজাত বলিয়া মনে করিতে পারিত না। সকলেই তাহাদিগের ভাব দেখিয়া কহিত,—

"হরি সুরেন দুইজন।
দুই দেহ— একমন।"

সকলেই আমোদে আছেন, আমোদেই দিন যাইতেছে। হটাৎ একদিন হেমু-সংক্রান্ত দুঃসংবাদ আসিয়া পৌছিল। সুরেন ও হরি এসংবাদে বড়ই দুঃখিত হইলেন। সুরেন, জননীর নিকট "শরীর ভাল নহে"—বলিয়া হরি সমভিব্যাহারে পশ্চিমাঞ্চলে যাইবেন ছুতা ধরিয়া বাটীব বাহির হন। সেই অবধি সুরেন বা হরির কোনও সংবাদ জানা যায় নাই।

সুরেন্দ্রর সংসারে থাকার মধ্যে দুইজন পুরাতন চাকর, দুইজন সেকেলে ঝি, তাহার মাতাঠাকুরাণী ও তাঁহার পিতার আমলে রক্ষিত একজন গোমস্তা। গোমস্তা বাটীর সমুদয় কার্য্য দেখে ও খাজনা তহশিল ইত্যাদি কার্য্য করে।

পাড়াগাঁ এক বাটীর বৌ-ঝি, অন্য বাস্তীতে যাওয়া আসা করিয়া থাকে। আজ হরির মাতা, সুরেন্দ্রনাথের মাতার বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। সুরেন-জননীও তাঁহাকে,— "এস দিদি! এস ;—" বলিয়া বসিবার আসন প্রদান করিলেন। হরির মাতাও আসনে উপবেশন করিলেন।

ক্রমে তাহারা নানা কথাবার্ত্তার পর, সুরেন্দ্র ও হরির কথা তুলিলেন।

সুরেন-জননী কহিলেন,—

"আর দিদি ছেলে পশ্চিমে বেড়াইতে যাই বলিয়া গিয়াছে আজ প্রায় ১৫। ১৬ দিন হইল। একখানা চিঠিও লেখে না? যদিও হরি সঙ্গে আছে, কোনও ভয় নাই কিন্তু আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। বিদেশ! আশীর্ব্বাদ কর, তাহারা যেন ভাল থাকে।"

বলিতে বলিতে সুরেন-জননীর চক্ষে দুই ফোঁটা অশ্রু দেখা দিল।

হরির মাতা কহিলেন,—

"কাঁদ কেন বোন্? আশীর্ব্বাদ করি তাহাদের কোনও বিপদ আপদ না থাকে। দেখ বোন্! আমি একটী কথা বলি। এবার সুরেন্ বাড়ী ফিরে এলে তাহার বিয়ে দাও।"

"আমি বলে ছিলাম সে যে কত্তে চায় না।"

তাহার অসুখ বিসুক সমুদয় মিথ্যা, তাহার মনের অসুখ সেই জন্য বেড়াতে গিয়াছে।"

তাহারা দুইজনে এই রূপ কথা বার্ত্তা কহিতেছেন এমন সময় দাশুর মা—ঝি আসিয়া খবর দিল,—

"দাদা বাবু আসিয়াছেন।"

সুরেন-জননী ও হরির মাতা হটাৎ এই সংবাদে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া এক প্রকার বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইলেন।

সুরেন্দ্র, স্ত্রীর সহিত মাতার নিকট উপস্থিত হওয়া অন্যায়, বিবেচনায় বৃন্দা ঝির দ্বারায় হেমকে অন্য ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। ভূতনাথকে বৈঠকখানায় বসিতে বলিয়া হরি ও সুরেন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাহারা উভয়ে উভয়ের মাতাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন।

"দিদি! এখন তবে আসি; তোমার ধন তুমি পেলে, আমার ধন আমি পেলেম; এখন যাই।"

এই বলিয়া হরির মাতা, হরি-সমভিব্যাহারে নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

সুরেনের মাতাঠাকুরাণী প্রায় ১১।১২ দিন পরে সুরেনের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ তাহার মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কতদূর গিয়াছিলেন? কি দেখিলেন? - সমুদয় একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—

সুরেনও যথাযথ উত্তর প্রদানে মাতাঠাকুরাণীকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হেমলতার উদ্ধার-সংবাদ শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী অতীব বিস্ময়ের বশীভূত হইয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তবে হেম কোথায়? তাকে কি তার বাপের বাড়ী রেখে এসেছ?"

"না; এখানে এসেছে।"

বলা বাহুল্য যে, সুরেনের মাতাঠাকুরাণী তাঁহার বধূ মাতাকে এতক্ষণ দেখিতে পান নাই।

"এখানে আসিয়াছে, শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী কহিলেন,—"কৈ বৌমা! এ দিকে এস দেখি।"

হেমলতা, লজ্জায় বদনমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া ধীরে ধীরে পার্শ্বের ঘর হইতে শশ্রূ সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেনও তাহাকে দেখিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

মাতাঠাকুরাণী বধূকে দেখিয়া কহিলেন,—

"ওমা! আমার সোণার প্রতিমা এমন কালী হয়েছে? এস মা! বস। তুমি এদিকেবোস আর সুরেন এদিকে বসুক।

এই বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্থান দেখাইয়া দিল।

বধূমাতা কি করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। বসাই স্থির করিয়া শশ্রূঠাকুরাণীর পার্শ্বে বসিলেন।

এদিকে সুরেনের প্রাণের বন্ধু হরি ও হরির মাতা গ্রামে রাষ্ট্র করিলেন যে, সুরেন তাহার স্ত্রীর উদ্ধারে সমর্থ হইয়া অদ্য দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, পাড়াশুদ্ধ লোক বধূমাতাকে দেখিতে লাগিল। আসিয়া দেখিল, সুরেনের মাতা, একদিকে সুরেন ও অপর দিকে, হেমকে লইয়া বসিয়া আছেন। পাড়া প্রতিবাসী আসিয়া একবারে 'যুগল মিলন' দেখিল, সুরেন আর বসিতে পারিল না—লজ্জায় সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পাড়ার সমবয়স্ক কন্যা ও বধূরা আসিয়া সুরেনের বাড়ীতে বাজার বসাইয়া দিলেন।

হেম যাহাদিগকে চিনিতেন, তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয়ে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। অপরাপর অজানিত

বধূদের সহিত নূতন আলাপও আরম্ভ করিলেন, সকলেই হেমের কথায় তুষ্ট হইতে লাগিল।

কিছুদিন খুব আমোদ আহ্লাদে কাটিল; এতদিন সুরেন তাহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া ছিলেন, এখন আর বিলম্ব করা উচিত নহে, বিবেচনায় তিনি কলিকাতায় যাইবেন স্থির করিলেন।

মাতাঠাকুরাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া, হেমকে তাঁহার পিত্রালয়ে একবার পাঠাইবেন ঠিক করিলেন। মাতাঠাকুরাণীও তাহাতে মত দিলেন। তিনি বুঝিলেন,—তাঁহার পুত্রের জন্য তাঁহার যত ভাবনা হয়, যাঁহাদের এক কন্যা, যিনি এ প্রকারে অপহৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের তাঁহার অপেক্ষা বেশী ভাবনা।

সুরেন ভূতনাথ ও হেমলতার সহিত তাহার শ্বশুর বাড়ী চাঁদপাড়া চলিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

(চাঁদ পাড়ায়।)

"গুণোত্তমা রমার প্রতিমা সুশোভনা,
দুখের সময়, সুখগত যায় সঙ্গ,
হবে ছিল, হায়! সেই ললিতা ললনী
নাথের হৃদয়, জিযে ব্যথা দুর্ব্বিসহ!"
হবেছিলি "গৃহ-লক্ষ্মী" অরে বে অধম!
"গৃহস্থলী" হয়েছিল "অরণ্য বিজন!"

পদ্যপাঠ তৃতীয়ভাগ। (পবিবর্ত্তিত)

.হেমের অন্তর্ধ্যানের পব আজ চাঁদ পাড়ায় ২৫ দিন কাটিয়া গিয়াছে। হেমের পিতা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন; তিনি হেম-শোকে বিশেষ অধৈর্য্য হইযা পড়িয়াছেন। পাড়ায় ভাল মন্দ লোক এখন একটু থামিয়াছে। তাহারা, আর নানা কুকথা তুলিযা হেমেব মাতা পিতাকে কষ্ট দিতেছে না।

হটাৎ একদিন হরবাবুর বাটীতে এক গোলমাল পড়িয়া গেল, "হেম আসিয়াছে।" পাড়ার লোক হেমকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন, এবং সুরেন কর্ত্তৃক হেমের উদ্ধার সংবাদে সকলেই আনন্দিত হইলেন। কেবল আনন্দিত হইল না,— কুস্বভাব লোক। তাহারা হেমের চরিত্র সমালোচন আরম্ভ করিয়া শেষে নিজেই দুঃখিত হইতে আরম্ভ হইল।

যখন লোকের দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন যেমন সে চারিদিকেই দুঃখ দেখে, সুখকে দেখিতে পায় না, আবার সেই· রূপ যখন সুখ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন যে দুঃখ কোথায় পলায়ন করে? এবং সুখ সমুদয় কোথাহইতে আইসে?— তাহাও কেহ বুঝিতে পারে না। যে হরবাবু আজ প্রায় ২৫ দিন যাবত তাঁহার দুঃখ; সমুদ্রের অগণিত ঢেউ গুণিতে ছিলেন, দুঃখ-সমুদ্রের কুল আছে কিনা জানিতে পারেন নাই; সেই হরবাবু আজ কুল পাইয়াছেন তাহার দুঃখ সমুদ্র যেন একেবারে শুখাইয়া গিয়াছে। আর দুঃখ নাই এখন তিনি সুখ সমুদ্রে ভাসিতেছেন। পাঠক! সংসারে থাকিলেই কখন সুখ কখন দুঃখ ভোগ করিতে হয়। দেখিও যেন দুঃখে বিশেষ অধৈর্য্য অথবা সুখে বিশেষ উন্মত্ত হইও না কারণ, মনে রাখিও সংসারে সমুদায়ই ক্ষণ স্থায়ী।—

আজ হেমের পিতা, মাতা, হেম সুরেনকে একত্র দেখিয়া, আকাশের চাঁদ হাতে পাইলে লোক যত না আনন্দিত হয়;— তদপেক্ষা আনন্দলাভ করিলেন। বাটীতে এক মহা উৎসব ব্যাপার উপস্থিত হইল, সকলেই আনন্দিত কাহাকেও নিরানন্দ দেখা গেল না।

আমোদ আহ্লাদে ৩।৪ দিন কাটিয়া গেল, সুরেন্দ্র, আমোদে কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হওয়া উচিত নহে, মনে করিয়া একদিন রাত্রে হেমকে কহিলেন,—

"আমি কল্য কলিকাতায় রওনা হইব, বিশেষ দরকার আছে। দরকার আর কি? ভূতনাথের বিষয় বন্দোবস্ত করিতে যাইব।"

হেমলতা কহিলেন,—"কি বন্দোবস্ত করিবে?"

"তা'ত তুমি জান।"

"হাঁ, বুঝেছি, তবে আমার একটী কথা শোন; গুটি কতক্লোকের নাম বলি· যদি পার ধরিয়ে দিও।"

সুরেন্দ্র আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বল না; আমারও সেই ইচ্ছা, যে ব্যাটাদের জব্দ কবি! আচ্ছা এতদিন ত গোলমালে গেল, তোমার বিবরণ ত কিছুই শোনা হয় নাই? আজ বল, শুনি।"

"তবে শোন।"

"দেখ আমাদের বাড়ীর যে শ্যামী ঝি ছিল, সেই এই ঘটনার মূল। সে অনেক পূর্ব্বে আমাকে অনেক কুকথা বলে, আমি তাহার বিষয় মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়া তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দি। কিছু দিন পরে কোথা থেকে এক খান চিঠি এল তা'তে ডাকাতির কথা লেখা ছিল। বাবা তখন বাড়ী ছিলেন না, সুতরাং চিঠি পাইযা বেশী কিছু সাবধান হওয়া গেল না। আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব আমরা সাবধান হইলাম। ক্রমে ডাকাতির দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা সেই দিন সন্ধ্যা হইতে সমস্ত দরজা দৃঢ় রূপে বদ্ধ করিলাম। চোবে সদর দরজায় বসিযা রহিল। আমাদের হরে নফরটা খিড়কির দরজা খুলে রেখে ছিল। সেই স্থান দিয়ে ডাকইত, দল নহে একজন আমাদের শ্যামা ঝির সহিত বাড়ী প্রবেশ করে। আমবা আপন আপন ঘরের দরজা বদ্ধ করিয়া ছিলাম, সুতরাং বাটীর ভিতরে কে আসিল? দেখিতে পাই নাই এবং সে বিষয়ে আমারে কোনও সন্দেহও হয নাই

কারণ আমরা জানিতাম সমুদয় দরজা বন্ধ; সুতরাং এক প্রকার নিশ্চিন্তই ছিলাম।

"শ্যামী আমার ঘর চিনিত। বাহির হইতে কি একটা জিনিষ দিয়া দরজা খুলিয়া শ্যামী ঘরে প্রথমে প্রবেশ করিল; আমি শ্যামীকে দেখিয়া চেঁচাইব মনে করিতেছি, এমন সময় ভীষণাকার ঐ দস্যুটা আমায় ধরিয়া মুখ বাঁধিয়া ফেলিল। আমি আর চেঁচাইতে পারিলাম না; কিন্তু সকলই দেখিতে লাগিলাম। হরে চাকরের হাতে শ্যামা ৫০টা টাকা দিল; তাহাতে আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না— যে হরিও এই দলের একজন এবং হরিই দরজা খুলিয়া দিয়াছে।

"তাহারা আমকে লইয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইলে দেখিতে পাইলাম যে ডাকাইত একা আইসে নাই। তাহাদেব সংখ্যা প্রায় ২০'২৫ জন হইবে। সকলেই বাহিরে আস্ফালন করিতেছে; কিন্তু কেহ কিছু অনিষ্ট করিতেছে না। তখন আমি বুঝিলাম যে, এ ডাকাতি কেবল আমার জন্য, দ্রব্য সামগ্রী অথবা ধনের জন্য নহে।

"আমাকে শ্যামা একদিকে ও অন্যদিকে ডাকাইতটা ধরিয়া লইয়া অনেক দূর চলিল; ক্রমে আমাদের বাগানের পার্শ্বে লইয়া গিয়া সেখানে একখানা পাল্কীর মধ্যে আমাকে তুলিল কিছুক্ষণ পরে লইয়া চলিল।

"কতক্ষণ গমনের পরে আমার কর্ণে, ভয়ানক মনুষ্য কোলাহল শব্দ প্রবেশ করিল; মনে করিলাম,—বোধহয় আর একদল ডাকাইত আসিতেছে! কিন্তু তাহা নহে। দেখিলাম

তাহারা আসিয়া আমার সঙ্গস্থ ডাকাইতকে প্রণাম করিল। তখন বুঝিলাম ইনিই 'সর্দ্দার!'

সকলেই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

"রাত্রি প্রভাত হইবার কিছু পূর্ব্বে, তাহারা একস্থানে পাল্কী নামাইল। দেখিলাম, একটী নিবিড়বন। ঘন সন্নিবেশিত বৃক্ষাবলীর মধ্য দিয়া সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে পারেনা; সুতরাং অন্ধকার। কেবল দুই একটী বৃক্ষচ্ছেদের মধ্য দিয়া আলো প্রবেশ করিয়া বন খণ্ডকে যৎসামান্য আলোকিত করিতেছিল।

আমার মুখ এতক্ষণ বান্ধা ছিল। এই স্থানে শ্যামী আসিয়া আমার মুখের বাঁধন খুলিয়া দিল। আমি চেঁচাইব মনে করিলাম। কিন্তু এ বনের মাঝে চেঁচাইলে কোনও কার্য্য দর্শিবেনা জানিয়া আমি চেঁচাইলাম না। চুপ করিয়া চারি দিক দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম দূরে এক স্থানে বসিয়া আমার সঙ্গী দস্যুরা কথোপকথন করিতেছে, আর কোনও মনুষ্যের চিহ্নও নাই। কেবল বন।

আমি এক মনে আমার অবস্থা চিন্তা ভাবিতেছি,এমন সময় শ্যামী আসিয়া আমাকে কিছু খাবার আনিয়া দিল; শ্যামীকে দেখিয়া আমার শরীর রাগে কাঁপিতে লাগিল, তাহাকে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিলাম, এবং খাবারগুলি পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিলাম।

শ্যামী ইহা দেখিয়া বলিল,—

"তুই আর গরব করিস্‌নে, চল্ একবার বাড়ীতে, বুঝিবি কত মজা?"

"আমি আর কোনও কথা কহিলাম না। সমস্তদিন উপবাস করিয়া রহিলাম। সন্ধ্যা সমাগত হইলে পর, তাহারা আবার পাল্‌কী তুলিল।

"প্রায় আন্দাজ ৯।১০ ঘণ্টা পরে অর্থাৎ যখন ভোর হয় হয়—এমন সময় আমরা সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

"তুমি আমাকে যে ঘরে দেখিয়াছিলে, আমি শ্যামী কর্ত্তৃক সেই ঘরে নীত হইলাম! বিমলা, বামি, প্রভৃতি কতিপয় স্ত্রীলোক আমার পরিচারিকারূপে নিযুক্ত হইল।

ক্রমে ৫।৬ দিন কাটিল। এর মধ্যে আমি ডাকাইতকে দেখিতে পাই নাই, শ্যামীই আমাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া কুপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিত। আমি অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া, খুব উৎপাৎ আরম্ভ করিলাম। মার ধর ও আরম্ভ করিয়া ছিলাম। আমার ঘরের যত আস-বাব প্রায় এক একটী নষ্ট করিতাম।

এর পরে, .কিছুদিন গত হইল; একদিন ডাকাইত নিজে আমার ঘরে আসিল, কিন্তু আমার গায়ে হাত দিল না দূর হইতেই কত কথাবার্ত্তা ভাব ভঙ্গী করিয়া আমায় পাপ-পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু আমি দৃঢ়পণ করিলাম,— "প্রাণ থাকিতে সতীত্বে জলাঞ্জলি দিব না।"

"আসবাব নষ্ট দেখিয়া আমার ঘরের সমস্ত আসবাব সমুদয় দস্যুর আদেশ ক্রমে ঘরের বাহির করিয়া লইল। কিছুই বাকী রাখিল না। এমন কি ডাকাত আমার মৃত্যু সন্দেহ করিয়া, দড়ি প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সব লইয়া গেল। আমায় সেই শূন্য ঘরে ফেলিয়া চাবি দিয়া রাখিত।

"ইহার পর হইতে প্রায় প্রত্যহই এক একবার ডাকাইত আসিয়া আমায় দেখিয়া যাইত। ঠিক সময়ে, আহারাদি দিত; কিন্তু আমি প্রায়ই আহার করিতাম না; দুই একদিন জল-খাবার খাইতাম মাত্র।

"একদিন ডাকাত বিশেষ মত্ত হইয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল,—

"তোকে আর সাতদিন সময় দিলাম, ইহার মধ্যে যদি তুমি আমার কথার মত না দেও, তবে যোর করিয়া তোমার সতীত্ব হরণ করিব।"

"আমিও সেই মুহূর্ত্তে, মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম,— "এ প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না!"

"যে দিন শেষ দিন, ভগবানের কৃপায় সেই দিনই তুমি গেলে; তুমি যদি না যাইতে, তবে বোধহয় সেইদিনই আমার মৃত্যু হইত।"

সুরেন মনোযোগ পূর্ব্বক সমস্ত কথাগুলি শুনিলেন এবং মধ্যে মধ্যে দুই একটী কথা তাহার নোট বুকে তুলিয়া লইলেন। এবং মনে মনে হেমকে বলিতে লাগিলেন,—

"তুমি রমণী-কুলে কহীনুর।"

হেম আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি কি করে সেখানে গেলে?"

সুরেন্দ্র উত্তরে বলিতে লাগিলেন,—

"আমি একদিন বাড়ীতে বসিয়া আছি তোমাদের চাকর বেহারির মুখে তোমার এইরূপ অবস্থা শুনিয়া, আমি এক

প্রকার মরমে মরিয়া গেলাম। প্রাণবন্ধু হরির নিকট সমুদয় বলিলাম, সেও আমার কথায় বিশেষ দুঃখিত হইল।

দুই একদিন পরেই আমার অবস্থা ক্রমে বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। মাতাঠাকুরাণী, হরিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সমুদয় অবগত হইলেন। মেয়ে মানুষের শোনা কথা প্রায় পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সকলে কত প্রকার কাণাঘুষা করিতে লাগিল, সেই সমুদয় কথা আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

"মাতাঠাকুরাণী, বিশেষ যত্নের সহিত আমার মনোবিকাব নিবারণের বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পরিশেষে আমি "হাওয়া বদ্‌লাইতে যাইব" বলিয়া তোমা ধনের অনুসন্ধানে বাহির হই। মাতাঠাকুরাণীও আমার চিত্ত প্রফুল্লের জন্য তাহাতে কোনও অন্যমত করেন নাই। পরে আমারা তোমাদের বাড়ীব দিকে অন্বেষণ আরম্ভ করি কিন্তু কোনও ফল লাভ কবি নাই।

"পরে হরির পরামর্শ-ক্রমে আমরা পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ের মধ্যবর্ত্তি (সেণ্ট্রাল) লাইনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখিব,—মনস্থ করিয়া রওনা হই। পরে প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম।

"পরে ঝিকর-গাছি ষ্টেসনের নিকট কোনও বনে ঐ সন্ন্যাসী বেশধারী ডাকাইতকে দেখিতে পাই, পরে তাহার আশ্রমে বিশ্রাম করাইবার জন্য সে আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে বলে। আমরাও সেই সময় সন্ধ্যার আগমন দেখিয়া, তাহার পশ্চাতে যাই। যখন যাই তাহার কিছু পরে, বোধ হয় তুমি স্নান

করিতে যাইতে ছিলে—তোমাকে হরি দেখিতে পায়; প্রত্যাবর্ত্তণ কালে আমিও তোমাকে দেখি; পরে রাত্র ১০ ১১ টার সময় দস্যুটা আমাদের হত্যা করি বার জন্য আমাদের ঘরে আইসে কিন্তু আমাদের দ্বারা আহত হয়। তৎপরে, ভূত-নাথ সমভিব্যাহারে অমরা উপরে যাই। পরে শ্যামী ঝির নির্দ্দেশ ক্রমে তোমার ঘরের নিকট যাই। তখন তুমি ক্রন্দন করিতে ছিলে। তাহার কিছু পরেই তোমার ঘরে প্রবেশ করি। তার পর যাহা হইয়াছে সকলই তুমি জান।

হেম এক মনে সুরেন্দ্রের কথা শুনিতে ছিলেন, এখন উভয়ের কথা বার্ত্তা শেষ হইল। সুরেন কলিকাতা যাইবাব জন্য হেমের নিকট হইতে বিদায় চাহিলেন।

হেম আহ্লাদের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন।

হেমের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, সুরেন্দ্র বাহিবে আসিযা দেখিলেন শ্বশুর মহাশয় দালানে!

সুরেন্দ্রের শ্বশুর মহাশয দালানে বসিয়া, এতক্ষণ খববের কাগজ (বঙ্গবাসী) পাঠ করিতে ছিলেন, এখন তিনি সুরে-ন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন,—

"এস বাবাজী! বস।"

সুরেন্দ্র, অতি বিনীত ভাবে অবনত মস্তকে গিয়া হর বাবুব পার্শ্বে বসিলেন।

হব বাবু সহাস্য বদনে কহিলেন,—

"আচ্ছা বাবাজী! তোমাদের ব্যাপার টা একবার আমায় ভেঙ্গে চুরে বল দেখি, শুনি! আমার শোনবার বড় ইচ্ছা হয়েছে।"

স্থরেন্দ্র সমুদয় বিষয়ের যথা যথা বর্ণনা করিলেন । অবশেষে "তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য কলিকাতায় যাইবেন"— এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

হর বাবু সুরেনের মুখে সমস্ত সংবাদ শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তিনি এবিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য স্থরেনেব সহিত যাইবেন মনস্থ করিলেন। স্থরেনও এ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহিত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

হর বাবু, ভুতনাথের কার্য্যের কথা শুনিয়া তাহাকে দেখিতে চাহিলেন। স্থরেন ভুতনাথকে হর বাবুর নিকট আনিলেন; ভুতনাথ আসিয়া এক পার্শ্বে বিনীত ভাবে দাড়াইয়া রহিল। হর বাবু তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"বাবা! তোমার উপকারের কথা শুনিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম। তাহার প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা আমাদের কি আছে? এখন আমি তোমাকে যৎসামান্য কিছু প্রদান করিতেছি, লও।"

এই বলিয়া হর বাবু তাহাকে শত টাকা পুরস্কার প্রদান করিলেন। ভুতনাথ হর বাবুকে প্রণাম করিয়া বিনীত ভাবে তদ্দত্ত পুরস্কার গ্রহণ করিল।

হর বাবু, ভুতনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,— "দেখ; তুমি যেমন আমাকে স্থখী করিলে ভগবান তোমাকে সদা সর্ব্বদা সেইরূপ স্থখী রাখিবেন। সংসারে স্থখ কোথায়? পরোপকারিব্যক্তিই যথার্থ স্থখ ভোগে সমর্থ হন।"

এই সমুদয় বলিয়া হরবাবু উভয়কেস্নান আহারাদি সমাপন কবিতে আদেশ করিলেন স্থরেন্দ্র ও ভুতনাথ প্রস্থান করিলেন।

হর বাবুও বেলা হইল দেখিয়া, স্নান-আহার করিতে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

এদিকে কলিকাতায় যাইবার সমস্তই আয়োজন হইল; বেলা ১২টার সময় সকলে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া ষ্টেশনে যাইবেন ঠিক হইল। ১২টা বাজিল। হর বাবু সুরেন ভুতনাথ বাড়ী হইতে বহির্গত হইতেছেন এমন সময়ে একজন ঝি দৌড়িয়া আসিয়া সুরেনের হাতে এক ছড়া চিক দিল। সুরেন বুঝিতে পারিলেন ও পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন হেম দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। সুরেন চিক ছড়াটী ভুতনাথের হাতে দিয়াকহিলেন,—

"আমার প্রাণপ্রিয়তমার এই উপহার লও।"

ভুতনাথ সাহ্লাদে সেটী গ্রহণ করিল।

সকলে চলিয়া ঠিক সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ট্রেনে আরোহণ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

(কলিকাতা—বিচারালয়ে)

"আজি হাসিভরা মুখ, প্রফুল্ল যে সব,
আজি সুখ-পূর্ণ-বুক আশার পল্লব,
কালি আর নাহি রবে,
শব দেহ সবে হবে,
শৃগাল কুক্কুরে মেলি, করিবে উৎসব –
কর্ণ মূলে গৃধ্র বসি, শুনাইবে রব !"

কবিতাবলী।

আজ ৪ দিন হইল, আমাদের হর বাবু, ভুতনাথ, সুরেন আসিয়া কলিকাতায় পৌছিয়াছেন। তাঁহারা পৌছিবার পরদিন হইতে পূর্ব্ব বিষয়ে বিচরালয়ে প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছেন, সকলের জবানবন্দি গ্রহণ করা হইতেছে, পরিশেষে ভুতনাথের জবান বন্দিতে তাহার পরিচয় যতদুর পাওয়া গিয়াছিল, তাহা পাঠক দিগকে অবগত করা যাইতেছে।

ভুতনাথ জনৈক কায়স্থের পুত্র, বাল্যকালে পিতা মাতার মৃত্যু হয়। সে ভালরূপ শিক্ষিত হয় নাই। পাঠশালে পাঠ করিত মাত্র। ক্রমে বয়স্থ হইলে সে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব মধ্যে বসতি করিত। এক দিবস সে এক বাড়ী হইতে সংবাদ লইয়া দূরগ্রামে যাইতেছে পথে ডাকাইতেরা তাহাকে আক্রমণ

করে কিন্তু তাহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়াও তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ডাকাত-সর্দ্দার তাহাকে নিজ বাটীতে চাকর রূপে নিযুক্ত করে। ভুতনাথ প্রথমে তাহাকে বড় ভয় করিত, কিন্তু ক্রমে তাহার ভয় কমিতে লাগিল। তাহাদের আসুরিক অত্যাচার দেখিয়া ভুতনাথ সদাসর্ব্বদাই বড়ই বিরক্ত হইত। সে সদাসর্ব্বদা তাহাদিগকে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল। সেই জন্যই সে সুরেনের সাহায্য করিয়া ছিল; সাহায্যের বিষয় আর বলিতে হইবে না। পাঠক মহাশয়গণ তাহা অবগত আছেন। সুতরাং পুনরাবৃত্তির আবশ্যক নাই।

বিচারক বিশেষ সতর্ক ভাবে অন্বেষণ করিতে,কতিপয় ডিটেক্টিভ ঝিকরগাছি প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের বিশেষ পরিভ্রমণের পর তাহারা সকলকে ধরিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

একজন ধরা পড়িলে সকলেই ধরা পড়ে; এই সঙ্গে সঙ্গে শ্যামা, বামা প্রভৃতি কেহই এড়াইতে পারিল না। পাঠক শ্যামার বিষয় কিছু শ্রবণ করুন।

শ্যামা, জনৈক বেশ্যা কন্যা। বাল্যকাল হইতে উক্ত পথের পথিকা হইয়া আসিতেছে। এই সময় হইতেই তাহার বহু প্রকারের লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হয়। তাহাদের মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ডাকাইতও একজন। সেই ডাকাতের তৃষ্ণাময়ী প্রলোভনে সে হেমহরণ, ব্যাপারে লিপ্ত হয়; সে অনেক অগ্র হইতেই হেমকে সমুদয় বলিয়া ছিল, কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকৃতা না হওয়ায় পরিশেষে ডাকাইতি করিবার সন্ধানও শ্যামা বলিয়া দেয়। হরি চাকর ও তাহাদেরর হস্ত গত ছিল,—ইত্যাদি সমুদয়ই তাহার জবান বন্দিতে প্রকাশ পায়।

ক্রমে সকলেরই জবান বন্দি লওয়া হয় কিন্তু সে গুলি অনাবশুক বিবেচনায়, পরিত্যক্ত হইল।

জজ সাহেব সকলকে আইন অনুযায়ি দণ্ড প্রদান করিলেন। কেহ ১০ বৎসর কেহ ১৪ বৎসর নির্ব্বাসন ক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইল.। বলা বাহুল্য জজ সাহেব ভুতনাথের বুদ্ধিচাতুর্য্যের প্রসংশা করিয়া তাহাকে পুলিসের কোনও কার্য্যে নিযুক্ত করিবার মনস্থ করিলেন। ভুতনাথ এখন একজন বিচক্ষণ ডিটেক্‌টিভের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

এই সঙ্গে ঝিকরগাছির ফাঁড়ির কর্ত্তাও বাদ গেলেন না। তিনি চির জীবনের জন্য কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেন। ফাঁড়ি, সুরেন্দ্রের আবেদন অনুসারে, ভুতনাথের বাড়ী, যাহা পুর্ব্বে ডাকাইতের অধিকৃত ছিল, তাহার নিকট লইয়া যাওয়া গভর্ণ-মেণ্টের অনুমোদিত হইল।

সমস্ত বিষয় চুকিয়া গেলে সুরেন, হরবাবু ভুতনাথ পুনরায নিজ নিজ বাটীতে ফিরিলেন। ভুতনাথ চাঁদপাড়া হইতে সুরেন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। শ্বশ্রু ও জামাতা আনন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সকলেই স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া আনন্দে দিন-যাপন করিতে লাগিলেন।

বাটীর সকলের ও হরবাবুর স্ত্রীর আজ আনন্দের সীমা নাই। আজ হরবাবু ও সুরেন্দ্র মোকর্দ্দামা জিতিয়া পুনর্ব্বার আসিয়া পৌছিয়াছেন।

আজ পাড়ার মেয়েরা আসিয়া সুরেন্দ্র ধরিয়াছে; বলি-তেছে,—

"মোকর্দ্দামা জিৎলে, সীতা উদ্ধার করলে, রাবণ বধ হ'ল; আমাদের কিছু খাইয়ে দাও।"

সুরেন্দ্র, তাহাদের কথার উত্তরে সহাস্য বদনে কহিলেন,—

"আমিত এত কষ্ট করে সীতা উদ্ধার করলেম, এখন তোমাদের খাওয়ান উচিত। তা'ত দূরে গেল; এখন আবার উল্টো চাপ?"

"তবে তুমি খাওয়াবে না?"

"খাওয়াব।"

"কবে?"

"আজ কালের মধ্যে।"

"তুমি চলে গেলে না কি?"

"না। আচ্ছা তোমাদের নিমন্ত্রণ। কাল মধ্যাহ্নে সকলে এস।"

নিমন্ত্রিত মেয়েদের সহিত এইরূপ বিবিধ প্রকার আমোদ আহ্লাদে উপস্থিত দিনটা কাটিয়া গেল।

পরদিন পৌর স্ত্রী ভোজন ব্যাপারে বাড়ীতে এক মহা গোলমাল পড়িল। কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে চুকিয়া গেল।

* * * * * * *

* * * * * * *

আজ প্রায় ৪ দিন কাটিয়া, গিয়াছে, সুরেন্দ্র মোকর্দ্দামা করিয়া ফিরিয়াছেন। অদ্য সুরেন্দ্র, স্বীয় শ্বশুর মহাশয়ের নিকট বাটী যাইবার বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শ্বশুর মহাশয়ও আনন্দে তাঁহার কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন।

হেম ও সুরেন্দ্র আহারাদির পর শকটে আরোহণ করিয়া স্বীয় ভবনে জগৎপুরে চলিলেন। তাহারা চলিয়া গেলে দেখা গেল,—হেমের মাতাঠাকুরাণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেছেন।

পাঠক! এ অশ্রু আনন্দাশ্রুও নহে, দুঃখাশ্রু ও নহে। ইহাতে দুয়েরই সম্পর্ক আছে। এখন তোমারা এ অশ্রুকে যাহা হউক একটা নাম দিয়ে লও!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

(নিজগৃহে-ভুতনাথ।)

"উপবাগান্ত শনিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্।"
শকুন্তলা।

"আমাদের তুফান উঠিল!
আমোদে, আমোদে ভরে তরঙ্গ রঙ্গে ছুটিল।
মন শরীর শিহরিল, চখে ঘন ঘুম এল,
কি আবেশে,
মোহে শেষে,
তা'র বশে, সকলেরে ডুবা'ল ॥"
শ্রীরামঃ—। (গীত)

যথা সময়ে ভুতনাথ, নিজ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভুতনাথের বৃদ্ধ মাতাঠাকুরাণী অনেক দিনের পর নিজ ধন, জীবনের জীবন ভুতনাথকে পাইয়া বিশেষ আনন্দে আছেন। ভুতনাথ বাটী আসিবার সময় কিছু অর্থ আনিয়াছিল; ভুতনাথ জননী এতদিন তাহার কোনও কারণ জিজ্ঞাসা করেন নাই। আজ ভুতনাথ-জননী কহিলেন,—

"ভুতনাথ! তুমি কি চাকরি করিতে গিয়াছিলে?"

"না।"

"তবে টাকা তুই কোথায় পেলি!"

ভুতনাথ যথাযথ সমুদয় বর্ণনা করিলেন। মাতা, তাহার এবম্বিধ ভীষণ, বিভৎস বাক্যাবলী শ্রবণে চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। পরিশেষে "কোম্পানি রাজা" কর্তৃক ভুতনাথের পুরস্কার প্রাপ্তির কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—

"সে বাটীতে কি যেতে হ'বে?"

"তুমি কি বল?"

"সেখানে বড় ভয় আছে।"

"কে বলিল?"

"আমার বোধ হয়। একে ডাকাতের বাড়ী, আবার ডাকাত পাড়া!!"

"মা! তোমার সে জন্য কোনও চিন্তা করিতে হইবেনা।"

"এত চিন্তার কারণ রহিয়াছে তবুও চিন্তা করিব না?"

"মা! আমি সে বিষয় সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমাদের বাড়ীর অতি নিকটে পুলিশ আসিয়াছে, আমাদের আর ভয় কি? এখন স্বচ্ছন্দে গিয়া সেই স্থানে বাস করিতে পারি।"

ভুতনাথের মাতার এতক্ষণ যে পরিমাণে ভয়ছিল, সে ভয় এখন অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল। তিনি ভুতনাথের কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন।

ভুতনাথের স্ত্রী পাশের ঘর হইতে সমুদয় শুনিতে ছিল। মাঝে মাঝে হাসিতেও ছিল। ভুতনাথ দরজার ফাঁক দিয়া

তাহার মুখ খানি অন্ন দেখিতে পাইল। এবং এক মনে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে এমন সময় ভুতনাথ-জননী জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তবে কবে সে বাড়ীতে যাবি?"

"শীঘ্রই যাব?"

এই উত্তর শ্রবণান্তর ভুতনাথ-জননী কর্ম্মান্তর-সম্পাদনার্থ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বলা বাহুল্য আজ প্রায় এক বৎসর গত হইয়া গিয়াছে—ভুতনাথ বাড়ীতে আসিয়াছে। আসিয়া মাতার আগ্রহ নিবন্ধন বিবাহ করিয়াছে। আনোদ আহ্লাদে দিন কাটাইতেছে, কিন্তু সুরেন্দ্রকে একবার ও মনে করে নাই। আজ হটাৎ মনে হইল—"সুরেন্দ্র বাবু।"

সে এক মনে সুরেন্দ্রের ঠিকানা ভাবিতেছে, এমন সময়ে ভূতনাথের স্ত্রী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভুতনাথ তাহাকে দেখিয়া সমুদয় চিন্তা ভুলিয়া গেল। তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কহিল,—

"কি মনে করে এখানে এলে?"

"কিছু না! তবে আমাদের নূতন বাড়ীটা কোথায?"

"আড়াল থেকে বুঝি সমুদয় শোনা হয়েছে? সে খোঁজ কেন? যবে যাবে দেখ্‌তে পা'বে।"

"আচ্ছা তবুও বলনা একবার শুনি।"

"ঝিকর গাছি।"

কথা শেষ হইতে না হইতে ভুতনাথ জননী সেই ঘরে প্রবেশ করতঃ ভুতনাথের হাতে একখানি ডাকের চিঠি অর্পন

করিলেন। ভুতনাথের স্ত্রী, শশ্রুঠাকুরাণীকে দেখিয়া অলক্ষে গৃহত্যাগ করিয়া গেল।

ভুতনাথ পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে বসিল,—

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।—

"পরম কল্যাণবরেষু—

অনেক দিবসাবধি তোমার কোনও সংবাদ পাই নাই। বোধ হয় আমার ঠিকানা তুমি জান। তবে সংবাদ দেও নাই কেন? বলিতে পারি না। আমি জানিলাম, তুমি এপর্য্যন্ত তোমার ঝিকরগাছির বাটীতে যাও নাই। কবে যাইবে লিখিও। অদ্য এক বৎসর প্রায় গত হইতে চলিল, তুমি শীঘ্র সেখানে যাইবে; নতুবা দ্রব্য-সামগ্রী যাহা আছে, তাহা অযত্নে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক তুমি শীঘ্র কেমন আছ এবং তোমার মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন এবং কবে তুমি সেখানে যাইবে? লিখিবে। আমবা ভাল আছি; আমার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে শুনিযা বোধহয় সুখী হইবে। ইতি।—

সন ১২ * * সাল। তারিখ ২১ শে বৈশাখ।

জেলা নদীয়া
জগৎপুর পোঃ
জগৎপুর গ্রাম

শুভানুধ্যায়ী
সুরেন্দ্র নাথ।"

পত্র পাঠ করিয়া ভুতনাথের মন আনন্দে নাচিতে লাগিল, সে তৎক্ষণাৎ সুরেন্দ্রের পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিতে বসিল এবং পত্রে আগামী ২৭ শে তারিখে ঝিকরগাছি গমনের কথা লিখিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

•০*০•

(দস্যুগৃহ—ঝিকরগাছি।)

কি ভীষণ গুপ্ত কথা হইবে প্রকাশ!
জানিনা হইবে কোন্ রহস্য- বিকাশ!
জানিনা লিখিত কিবা থাকিবে ইহায়!
রহস্য!—আনন্দ!—ভয়!—নিশ্চয, নিশ্চয়!

(চিতেন)

মন-সাধ বিধি বুঝি এত দিনে মিটাবে;
জানিতে বাসনা যাহা এত দিনে জানাবে।

শ্রীরামঃ—।

আজ প্রায ১৩১৪ দিন হইল ভুতনাথ দস্যু-গৃহ—ঝিকবগাছি আসিযা পৌছিয়াছে; বাড়িটী বেশ গুছাইয়া গাছাইয়া ভুতনাথ-জননী ও ভূতনাথ-গৃহিণী ও ভুতনাথ বাস করিতেছে। এক বৎসব বাটী বন্ধ থাকাতে যে সমুদয় দ্রব্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তৎসমুদযেব মধ্যে, বাছিয়া বাছিয়া অংশ সমুদয় পরিত্যক্ত হইতেছে। ভূতনাথ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে; তাহার কোনও ভাবনা বা অভাব নাই।

একদা সুরেনের পত্র পাওয়া গেল। তাহাতে,——

"আমি আগামী কল্য তোমার বাটীতে বেড়াইতে যাইব।"

লিখিত ছিল। ভূতনাথ, পত্র পাঠ করিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইল।

'কল্য সুরেন্দ্রনাথ আসিবেন' এই কথা জানিতে পারিয়া ভূতনাথ-জননী ও ভূতনাথ-গৃহিণী সুরেন্দ্রনাথের সুখের জন্য বিবিধ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

অদ্য সুরেন্দ্রনাথের আসিবার দিন। ভূতনাথ ষ্টেশনে গিয়া সুরেন্দ্রের অপেক্ষায় বসিয়া আছে। ক্রমে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল। দূরে বনগাঁ হইতে ট্রেন ধূমরাশি উদ্গীরণ করিতে করিতে আসিয়া ষ্টেশনে থামিল। ভূতনাথ দৌড়িয়া গাড়ির নিকটে গেল এবং সমুদয় গাড়ি সাগ্রহে দেখিতে লাগিল। অবশেষে প্রথমশ্রেণীর এক খানি গাড়িতে তাহার সৌভাগ্যের কর্ত্তা সুরেন্দ্রনাথের দর্শন পাইল।

সুরেন্দ্রনাথও ভূতনাথকে দেখিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ভাল আছেত ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

সুরেন্দ্র গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। সুরেন্দ্রের সহিত একটী ছোটগোছ ব্যাগ ছিল। ভূতনাথ সেটীকে লইয়া অগ্রগামী হইল; সুরেন্দ্রও তাহার পশ্চাতে ষ্টেশনে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

ষ্টেশনের বাহির হইয়া একখানি গাড়ি ভাড়া করতঃ উভয়ে বাটীর দিকে রওনা হইলেন।

বেলা ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। ভুতনাথ-জননী পাড়া হইতে জনৈক ব্রাহ্মণ কন্যা আনাইয়া সুরেন্দ্রের জন্য বিবিধ

প্রকার আহার্য্য তৈয়ারী করাইয়া রাখিয়াছেন। এখন প্রতি মুহূর্ত্তে সুরেন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভুতনাথের স্ত্রী সৌদামিনীও তাহার পতীর বন্ধু "সুরেন্দ্র নাথকে" দেখিবার জন্য কিছু ব্যগ্র আছেন। এমন সময় রব উঠিল, "সুবেন্দ্র বাবু আসিয়াছেন।" ভুতনাথ কর্ত্তৃক রক্ষিত জনৈক পবিচারিকা আসিয়া ভুতনাথের মাতাঠাকুরাণীকে এই সংবাদ দিল; বলা বাহুল্য যে সকলেই সুরেন্দ্রের আগমনে সন্তুষ্ট হইল।

যথা সময়ে আহারাদি কার্য্য সমাপনান্তে সুবেন্দ্র পূর্ব্বে দস্যু কর্ত্তৃক যে ঘরে নীত হইয়াছিলেন, যে ঘর হইতে তাহার অপহৃত প্রিয়তমার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন—যে ঘবে দস্যুকে হত্যা করিয়াছিলেন—সেই ঘরে গিয়া উপবেশন করিলেন। দেখিলেন ঘরটী সেই রূপই আছে। যেমন ছবি, যেমন টেবেল, যেমন ল্যাম্প—সবগুলিই পূর্ব্ববৎ সজ্জিত রহিয়াছে। কোনটীই ভুতনাথ-কর্ত্তৃক স্থানাচ্যুত হয় নাই।

ঘরে গিয়া বসিযা ভূতনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেমন ভুতনাথ! কোন কষ্ট নাইত?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে কিছুই নাই।"

"বিপদ?"

"তাহাও না"

"তবে বেশ আছ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"শুনিলাম নাকি তুমি বিবাহ করিয়াছ? আমায জানাও নাই কেন?"

এইবার ভূতনাথ কিছু অপ্রতিভ হইল। সে কোনও উত্তর দিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

সুরেন্দ্র এদিক ওদিক দেখিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার চক্ষু বাহিরে কতকগুলি ছেঁড়া কাগজের উপর পড়িল। তিনি সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—

"ভুত নাথ ও গুলি কি কাগজ!"

"ওগুলো এর একটা ঘরে ছিল, পচা কাগজ।"

সুরেন্দ্রের কিছু কৌতুহল হইল। তিনি মনে মনে বিবেচনা কবিলেন—ইহাতে দস্যুর সম্পর্কীয় কত কি লেখা থাকিতে পারে সুতরাং একবার দেখা কর্ত্তব্য—এইরূপ স্থিব করিযা সে গুলি দেখিবার জন্য বাহিরে আসিলেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি উক্ত কাগজ গুলি একে একে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, অধিকাংশ কাগজেই হিসাব পত্র লেখা। কত কত নাম লেখা। তিনি তাহা পাঠ করিযা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ক্রমে দেখিতে দেখিতে একখানি মোটা গোছ খাতা বাহিব হইল। সুরেন্দ্র সেই খানি খুলিয়া দেখিলেন প্রথম পাতেই যাহা লিখিত রহিয়াছে তদ্দর্শনে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পাঠক মহাশয়গণকে আমি সেই পাতা খানির অবিকল অনুরূপ পর পৃষ্ঠায় প্রদান করিতেছি—

"আমার
অর্থাৎ
শ্রীগণপতি লাল পাঠকের জীবনী।

—*—

ইহাতে আমার জীবনের
প্রধান প্রধান ঘটনা
সমুদয় বর্ণিত
হইয়াছে।
আমি নিজেই ইহার প্রণেতা।

—*—

সাধারণকে শিক্ষাদিবার জন্য
ইহা রচিত হইল।

আমার সাংসারিক জ্ঞান অর্থাৎ আমার ১১বৎসব
বয়স হইতে
ঘটনা সূত্র আরম্ভ।"

স্থরেন্দ্র নাথ ইহা পাঠ করতঃ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভুতনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"ভুতনাথ! তোমার দস্যুর নামটী স্মরণ হয়?"

ভুতনাথ ত্রস্ত হইয়া কহিল,—

"আজ্ঞে হয়। তাহার নামটা ছিল——গণপৎ।"

সুরেন্দ্র তখন বুঝিলেন, ইহাতে দস্যুর জীবন বৃত্তান্ত লিখিত আছে। আগ্রহের সহিত কতদূর লিখিত আছে দেখিবার জন্য শেষ পত্র খুলিলেন, দেখিলেন,—

"হেমলতা হরণ করিতে চাঁদপাড়া গমন করিলাম"

লিখিত রহিয়াছে। সুরেন্দ্র বুঝিলেন ইহাতে দস্যুর জীবনের প্রায় সমুদর ঘটনাই জানা যাইবে। তখন তিনি খাতাখানি লইয়া কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া স্থচিপত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পাঠক মহাশয়গণ! সমুদয় জীবনী অতি বৃহৎ সুতরাং সেটী এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা মধ্যে সন্নিবেশিত করা কদাচ সম্ভব পর বলিয়া বোধ হয় না। আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে সুতরাং তৎসংক্রান্ত কিঞ্চিত জানান আমার কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমি প্রকাণ্ড দস্যু জীবনীয় সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ 'উপসংহারে' প্রকাশ করিলাম। বিস্তৃত রূপে প্রকাশিত হইল না বলিয়া আমি যেন সাধারণের বিরগেভাজন না হই। এস্থলে সেই দস্যুর জীবনীয় স্থচিপত্র হইতে কতকগুলি ঘটনার নাম উল্লেখ করিতেছি তাহা পাঠেও অনেক বুঝিতে পারিবেন।——

(১) পরিচয়।

(২) পাঠ।

(৩) কলিকাতা যাত্রা।

(৪) ষ্টিমার ও রেলওয়ে।

(৫) কলিকাতার জুয়াচোর ও আমার জুয়াচুরি শিক্ষা।

(৬) জুয়াচুরি করিয়া আমার অবস্থা।

(৭) রেলওয়ে ষ্টেশনে চুরি।

(৮) জেল, ও পরিত্রাণ।

(৯) বড় বাজারে বাস, চুরি, খুন, বেশ্যা।

(১০) বেশ্যাহত্যা, পলায়ন, বনগাঁ।

(১১) আমার বন্ধুর সাহস, আমার শিক্ষা।

(১২) প্রকাশ্য ডাকাতি।

(১৩) ধর্ম্ম পালন।

ইত্যাদি—ইত্যাদি।

সূচিপত্র বিশেষ বিস্তৃত। প্রায ৫০টী ঘটনায বিভক্ত, আমি সে গুলি বাহুল্য বিবেচনায এ স্থানে ত্যাগ কবিলাম উপসংহারে সমস্ত ঘটনারই কিছু কিছু আভায আপনাদেব অবগত করাইব জানিবেন।

সুবেন্দ্র নাথ সেই দস্যু জীবনী লইযা কলিকাতায চলিয়া আসিযাছেন। সেখানি শীঘ্রই জনসাধাবণে প্রকাশিত হইবে বলিয়া বোধ হয়।

*　　*　　*　　*　　*

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আমাদেব পবিচিত ভুতনাথ এখন ডিটেক্‌টিভের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, এখন ঝিকবগাছিব দস্যুকুল তাহারই কার্য্যতাৎপর্য্যে ধবা পডিতে পড়িতে ক্রমে সম্পূর্ণ নির্ম্মূল হইয়াছে, তাহা বোধহয ঝিকবগাছি-অধিবাসি-গণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। পাঠক মহাশযগণেব মধ্যে যদি কেহ উক্ত স্থানে গিযা থাকেন, তবে তাঁহাকেই উক্ত কথা স্বীকার করিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

(সোণার সংসারে।)

"আহা! দেহ মোর রোমাঞ্চ হইল!
প্রাণ ভরি' গেল, সুখ সম্মিলনে।
নাহি পাপ,—নাহি তাপ,—মনের বিকার –,
নাহি শোক—নাহি দুঃখ—প্রাণের অভাব।"

উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক।

সংসারের সুখ অপেক্ষা কোন সুখই ভাল নহে। তুমি বাহিরে যত প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ লাভ কর না কেন, কিন্তু যদি তোমার কোনও প্রকার-সংসার জনিত অসুখ থাকে, তাহা হইলে, সেই বাহিরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ তোমার পক্ষে বিষবৎ বোধ হইবে। বাহিরে,—আমোদ-আহ্লাদ-জনিত সুখ, ঠাট্টা বিদ্রূপে সুখ, হাসি-তামাসার সুখ, পাঁচ জনের সহিত মিলন জনিত সুখ! আর সংসারে মাতাপিতার সঙ্গম জনিত সুখ, সুহাসিনী অঙ্কশায়িনীর প্রিয়-সম্ভাষণ-জনিত সুখ, সন্তানের আধ আধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে আদর ভরা সম্ভাষন জনিত সুখ। বল দেখি পাঠক! পাঠিকা! কোন সুখ ভাল? আমার মতে সংসার সুখই সুখ। বাহিরে পরস্ত্রীর অর্থ-জন্য সহাস্য বদনে প্রেম-সম্ভাষন আর ঘরে স্ত্রীর নিস্বার্থ ভাল বাসা যেমন আকাশ পাতাল প্রভেদ তদ্রূপ বাহিরের সুখে ও ঘরের সুখে প্রভেদ।

বাহিরের সুখ দূষণীয়, ঘরের সুখ পবিত্র, বাহিরের সুখ স্বার্থ-পূর্ণ, ঘরের সুখ স্বার্থ-শূন্য, বাহিরের সুখ পরিণামে কষ্ট কর, ঘরের সুখ চির সুখ দায়ক। পাঠক! দেখিও যেন কদাচ বাহিরের সুখের প্রার্থী হইও না।

আজ ২ বৎসর গত হইল সুরেন ও হেম মোকর্দ্দামার পর বাড়ী আসিয়াছেন। বাটী আনন্দে ভাসিতেছে। কাহাকেও নিরানন্দ দেখা যায় না। বাড়ীতে হাঁসির ফোয়ারা ছুটিতেছে। কুলবধুগণ হেমের ঘরে মধ্যাহ্নে মহা সভা বসাইয়াছেন। কেহ তাস খেলিতেছে, কেহ 'অষ্টা কষ্টে' কেহ 'দশ পঁচিশ'। সকলেই খেলা লইয়া ব্যস্ত। আমাদের হেম ওসকলের বড় ধার ধারেন না। তিনি বড় রসিক মেয়ে; থাকিয়া থাকিয়া রসিকতার দ্বারা ঘরটী আরও মাতাইয়া তুলিতেছেন। সকলেই হেমের আচরণ সন্তুষ্টা সুতরাং এ বৈটকও চিরকালের। রোজই অধিবেশন হয়।

এ দিকে সুরেনেরও তদ্রূপ! বন্ধু বান্ধব আসিয়া বৈটক-খানাটা আড্ডা করিয়া তুলিয়াছে। সকল প্রকারই চলিতেছে। হাসি তামাসা কিছুরই অভাব নাই। অন্য স্থানে অভাব হইতে পারে, কিন্তু যেখানে হরিনারায়ণের আভির্ভাব, সেখানে যে কিছুরই অভাব হইবে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। হবি সর্ব্ব রসের আধার। তাঁহাদের এই আড্ডা আজ কালিকার বাবুদের আড্ডা হইতে অনেক বিভিন্ন;—কারণ সেখানে অনেক গুলি দ্রব্যের অভাব। প্রথমতঃ প্রধান ও সর্ব্বজন ব্যবহৃত, তামাক নাই। দ্বিতীয়তঃ মদ নাই। রাবাঙ্গনা নাই; তাঁহাদের ইয়ারকি আদি রসাত্মক নহে; তাঁহাদের আমোদ পবিত্র। আমরা সেই আমোদেরই পক্ষপাতী। পাঠক মহাশয়গণের মধ্যে যদি কেহ

সেই আমোদে আমোদী হইতে ইচ্ছা করেন; এ আমোদ ভাল না বাসেন, তবে এ পরিচ্ছেদ পাঠ করিবেন না; আমার এই প্রার্থনা।

আজ এক বৎসর কাটিল। আর একটী নূতন আমোদ জুটিল সুরেন্দ্রের নয়ন রঞ্জন ও হেমের সুখ-সাগরের তরি, এক পুত্ররত্ন জন্ম গ্রহণ করিল। সুরেন-জননী, সুরেন ও হেমের আর আনন্দের কোনও অংশ অপূর্ণ রহিল না। নশ্বর জগতে এমন আনন্দ বোধ হয অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে।

পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে, যে কি আনন্দ হয়, তাহা বলা যায না। পুত্র, পিতা মাতার ভবিষ্যতের আশা-ভরসা, পুত্র, বংশরক্ষক, পুত্র, পরকালে জল-পিণ্ডাধিকারী, পুত্র পুং নামক নরক ত্রাতা। যে পুত্র দ্বারা ইহলোকে পরলোকে এতদূব উপকৃত হওয়া যায; সেই পুত্র রত্নে বঞ্চিত হইতে কে ইচ্ছা করে? দেখ, কাহারও ধন, রত্ন সমুদয় বর্ত্তমান, কিন্তু পুত্রের অভাব। বল দেখি, কেন তাহার এসমুদয় ভাল লাগিতেছে না? সে যাহা হউক সুরেন্দ্রের সমুদয় সুখ-সত্বেও তিনি এধনে বঞ্চিত হন নাই। তজ্জন্যই বলিতেছি,—এরূপ সুখ, নশ্বর সংসারে অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই সংঘটিত হয়।

ক্রমে সুরেন্দ্রের পুত্র, শশীকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাহার কূল-কার্য্যাদি সমুদয় সম্পন্ন হইয়া গেল। অন্ন প্রাসনের সময়, সুরেন্দ্র-জননী নিজ পৌত্রের নাম হরেন্দ্র-নাবায়ণ রাখিলেন।

পুত্রের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, সুরেন্দ্র ও হেমলতা, আশা সমুদ্রের অগণিত তরঙ্গ মালা গণনা আরম্ভ করিলেন।

আমরা পরমেশ্বরের নিকট একচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা এই আশা সমুদ্রে ভাসিতেছেন যেন নিমজ্জিত না হন। ভগবান্ যেন তাঁহাদিগকে কূল-দানে চরিতার্থ করেন। সুরেন্দ্র ও হেমলতার ভাবা উচিত যে হরেন্দ্রনারায়ণ কিসে পরিণত হইবেন? ভালয় না মন্দয়? তিনি যাহাতেই পরিণত হউন না কেন? কবির বচনানুসারে গুণবর্জ্জিত হইলেও তনয় নিশ্চয় পিতা মাতার আনন্দদায়ক হইবেনই হইবেন—

"দুর্ব্বিনিতঃ কুরূপোপি মূর্খোপি ব্যসনীখলঃ।
তনয়োপি ভবেৎ পুসাং হৃদয়ানন্দকারকঃ।"

* * * * * * *

পাঠক মহাশয়দিগকে ইহার এক বৎসর অতীতের একটী ঘটনা দেখাইয়া এই আখ্যানের শেষ করিব।

সুরেন্দ্রের অট্টালিকার একটী কোষ্ঠে সুরেন-জননী সেই ননীর পুতলী হবেন বাবুকে ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতেছেন। চঞ্চল শিশু কত কি কবিতেছে কখনও বৃদ্ধা ঠাকুমার পক্ককেশ গুলি ধরিয়া মুখে পূরিতেছে, কখনও নিজ চম্পক বিনিন্দিত অঙ্গুলি দ্বারা ঠাকুমাব চক্ষু কুরিতেছে, সে যে কতরকম করি-তেছে তাহার বর্ণনা কবা দুঃসাধ্য। ঠাকুরমা তাহার সহিত কত কি কথা কহিতেছেন ও হাসিতেছেন মুখ নাড়িতেছেন, চুমা খাইতেছেন; এমন সময়ে হেম সেই ঘরে প্রবেশ কবিল। চঞ্চল বালক আব ঠাকুরমাব ক্রোড়ে থাকিতে চাহিল না "মা! মা!" রবে মার ক্রোড়ে যাইবাব জন্য ব্যস্ত হইল। হেম লজ্জায় তাহাকে ক্রোড়ে লইতে না পাবিয়া পাশের ঘরে চলিয়া যাইতেছেন এমন সময় সম্মুখে দেখিলেন সুরেন।

ব্যস্ততা সহকারে হেমকে ঘরের বাহিরে যাইতে দেখিয়া—

সুরেন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি?"

"কিছু না" বলিয়া হেমলতা পার্শ্বের ঘরে কোচে গিয়া বসিলেন। সুরেনও সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া কোচের অপর পাশে গিয়া বসিলেন।

চঞ্চল বালক—হরেনবাবু মাতার ক্রোড়ে যাইতে পারিল না বলিয়া অভিমানে কান্দিয়া উঠিল। সুরেন-জননী তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া হেমের অনুসন্ধানে গেলেন। পরে পার্শ্বের ঘরে সুরেন ও হেমকে একত্র দেখিয়া তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করতঃ হরেনকে একটী টেবিলের উপর বসাইয়া বলিলেন,—

"এই নাও তোমাদের ছেলে"—

এই বলিয়া হরেনকে রাখিয়া সেই ঘরের বাহিরে গেলেন।

সুরেন দৌড়িয়া গিয়া হরেনকে ক্রোড়ে করিতে গেলেন; হরেন কিন্তু আসিল না; সে "মা মা" করিয়া উঠিল। হেম গিয়া তাহাকে ক্রোড়ে করিল। দুরন্ত ছেলে আবার পিতার ক্রোড়ে আসিতে চাহিল। আসিল; আবার মাতার ক্রোড়ে গেল, এইরূপে খেলা করিতে লাগিল। সুরেন ও হেম তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। আমোদ আহ্লাদে সদা সর্ব্বদা তাহাদের বাটী পূর্ণ রহিল।

আনন্দে হইল ভোর নিরানন্দ গেল।
দুঃখমেঘ ভেদি সুখরবি সমুদিল॥

উপসংহার।

দস্যু-জীবনী।

(সংক্ষিপ্তসারের সংক্ষিপ্ত।)

পাঠকমহাশয়গণ-সমীপে দস্যু-জীবনী উপহার দিয়া এ আখ্যা-য়িকার শেষ করিব। দস্যুর জীবনী অতিশয় বিস্তীর্ণ, সুতরাং সমুদয় এস্থলে বলিতে পারিব না—তাহা আপনাদিগকে অগ্রেই বলিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে দস্যু-জীবনী সংক্ষিপ্ত-সার শ্রবণ করুন—

দস্যু (গণপতি পাঠক) ঢাকা জেলার অন্তর্গত কামার খাড়া নিবাসী—পাঠক বংশজ রামচন্দ্রের একমাত্র পুত্র। পাঠক মহাশয় গ্রামস্থ একজন সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে গরিগণিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অসঙ্গত জুয়া-খেলায় আশক্তি তাহাকে ক্রমে অবনত করিতে লাগিল। তিনি ক্রমে অবনত হইয়া একজন দরিদ্র গৃহস্থের ন্যায় অবস্থায় উপস্থিত হন।

যখন অবস্থা অত্যন্ত মন্দ, সেই সময়ে রামচন্দ্র ইহলোক পরি-ত্যাগ করেন। গণপতের মাতাঠাকুরাণী বড় বুদ্ধিমতি ছিলেন; তিনি কায়ক্লেশে এক প্রকারে সন্তানটিকে লেড়াপড়া শিখাইতে লাগিলেন। আমাদের পূর্ব্ব কথিত দস্যু স্বীয় বুদ্ধি চাতুর্য্যে শীঘ্রই একজন উত্তম বালক হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার

বুদ্ধির পরিচয় পাঠক মহাশয়গণ! আখ্যায়িকার অনেক স্থলেই পাইয়াছেন। কিন্তু "সঙ্গ-দোষে গ্রাম নষ্ট"—এই] কথার স্বার্থকতা তাহার জীবনীর একটী প্রধান অলঙ্কার বলিতে হইবে। তিনি যখন ইংরাজী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তৎকালে অবিনাশচন্দ্র দত্ত নামক জনৈক দুষ্ট কায়স্থ বালকের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয় হয়। এই প্রণয়ই তাহার অধঃপতনের পথ পরিস্কার করিতে আরম্ভ করিল। সে দিনে দিনে শ্রেণীতে উত্তম হইতে অধমে গমন. করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার আর পাঠে পূর্ব্বে ন্যায় উৎসাহ রহিল না। পঠন কার্য্যে তাহার পক্ষে বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে স্বীয় মাতাঠাকুরাণীর নিকট "চাক্‌রী করিতে কলিকাতায় যাইব"—ভান করিয়া পড়াশুনা ছাড়িতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। সংসারের অবস্থা অত্যন্ত হীন দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী মনে করিলেন "ছেলে কাক্‌রি করিয়া অবস্থার উন্নতি করিবে।" এই আশায় তিনি সন্তানের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি এক্‌বারও ভাবিলেন না যে সন্তান কি করিতে যাইতেছে।

সন্তানের চাকরী করিবাব ক্ষমতাই বা কিরূপ? কাহার সঙ্গে কিরূপ অবস্থায় যাইতেছে? অন্ততঃ সেটী একবার ভাবা উচিত ছিল।

আশা! তুমি কুহকিনী; তুমি সব করিতে পার। এস্থলে গণপৎ-জননীকে যে সে বিষয় ভাবিতে ভুলাইবে তাহাব আব সন্দেহ কি?

প্রাণবন্ধু অবিনাশও কলিকাতায় যাইবে। তাহাদের অবস্থা গণপতি অপেক্ষা অনেক ভাল। সে প্রায় ১৮।২০ টাকা পাথেয়

লইয়া বাটীর বাহির হইয়াছে। গণপতি পাঠকের এক পয়সা নাই। সে মাতার নিকট আসিয়া কহিল,—সে বিনা পয়সায় কি করিয়া কলিকাতায় যাইবে? মাতা, "পুত্র উপায়ের চেষ্টায় যাইতেছে" এই আশায় সংসারের অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল, তাহার কতক বন্দক ও কতক বিক্রয় করিয়া সন্তানের গমনোপযোগী রাহা খরচ প্রদান করতঃ পুত্রকে বিদায় দিলেন। তাহারা দুইজনে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

উভয়ে ষ্টিমার ও রেল সংযোগে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। প্রাণবন্ধু অবিনাশের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে উভয়ে আছেন, আত্মীয় কথার আভাসে তাহাদিগকে জানাইল যে তাহার বাড়ীতে বেশী দিন থাকিতে পাইবে না। ক্রমে তাহারা সেই বাটী পরিত্যাগ করিল। কিন্তু কোথায় যাইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

অবিনাশ কিছু বুদ্ধিমান। সে বুদ্ধি করিয়া একটী ফন্দি বাহির করিল। একটি হোটেলে আসিবে মনস্থ করিল। সেই অনুসারে তাহারা হোটেলে থাকিতে লাগিলেন।

এক দিন প্রাতঃকালে অবিনাশ শয্যাত্যাগ করিয়া কিছু রাগান্বিত ভাবে হোটেলওয়ালা ব্রাহ্মণকে কহিল,—

"তুমি আমার টাকা বিষয় কিছু জান? আমার বাক্সয় ২০ টী টাকা ও একখানি একশত টাকার নোট ছিল, তাহা পাইতেছি না। আমি তোমার নামে পুলিশে নালিশ করিব তুমি তা' জান? লোককে বাড়ীতে থাকিতে দিয়া, সর্ব্বস্ব হরণ! এই বুঝি তোমার ব্যবসা?"

ব্রাহ্মণ এইকথা শুনিয়া একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল।

তাহার কথায় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল ;—

"আপনি কি বলিতেছেন ? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা।"

ব্রাহ্মণকে আবার অবিনাশ সেই কথা বলিল। সে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অগত্যা তাহাদের দ্বারা পুলিশে নীত হইয়া উক্ত ১২০ টাকা দিবে বাধ্য হইল। গণপৎ প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল কিন্তু এটী একটী পয়সা উপায়ের ফন্দি বুঝিয়া, আর কিছুই বলিল না।

বলা বাহুল্য যে, তাহারা এই প্রকারে বিবিধ হোটেলওয়ালাকে ঠকাইয়া ছিল। এক প্রকার ব্যবসা আর কত দিন চলে ? সুতরাং দোস্‌রা উপায় অবিনাশ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইল। তাহারা এক বৃহৎ সাইন বোর্ডে ইংরাজের নাম দিয়া দ্রব্য সরবরাহের একটী ব্যবসা খুলিল। তাহাতেও যে বিবিধ প্রকারে লোক প্রবঞ্চিত হইল তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। এই সময় তাহারা উভয়ে নিজ নিজ বাটীতে কিছু কিছু টাকা পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছিল। বাটীর লোকও "উপায় হইতেছে" জানিয়া আহ্লাদিত হইল। কিন্তু কি উপায়ে এবং কত হইতেছে তাহা একবারও ভাবিলনা।

লোক চুরি করিয়া ধরা নাপড়িলে ক্রমে তাহার চুরি-বৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই জন্যই লোকে কহিয়া থাকে,—

"আতা চুরি পাতা চুরি।
দিনে দিনে ঘর চুরি ॥"

আমাদের পরিচিত পাঠক ও অবিনাশ ক্রমে তাহাদের চুরির

ডিগ্রি বাড়াইতে লাগিলেন; এখন আর হোটেলওয়ালা কিংবা দোকান দারের দুচার টাকা মারেন না; এখন বড় বড় লোকের সর্ব্বনাশ আরম্ভ করিয়াছেন। বেশ্যাবাড়ীতে বড় লোকের ছেলেকে খুনের ভয় দেখাইয়া হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লওয়া, পরিশেষে তাহার নামে নালিশ করিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করা—ইহাই এখন তাহাদের ব্যবসা হইয়া দাড়াইল। ইহাতে তাহরা বিস্তর টাকা সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু একরকম ব্যবসা আর কত দিন চলে? তাহারা মহামান্য ডিটেক্‌টিভ বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত "পাহাড়ে মেয়ে" নামক পুস্তকে বর্ণিত প্রকার জুয়াচুরি আরম্ভ করিতে লাগিল। রাণী সাজাইয়া গাড়ী করিয়া বড়বাজারে মুক্তা জহরত ইত্যাদি চুরিও চলিতে লাগিল। একবার ধরা পড়িয়া জেল পর্য্যন্ত খাটিতে বাধ্য হয়। কিছু পরে অবিনাশ বড়বাজারের গুণ্ডার সহিত আলাপ করিয়া রাস্তার নীরিহ ভদ্র লোকদিগকে বিশেষ উৎপীড়ন ও তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ আরম্ভ করিল।

তাহাদের এইরূপ অত্যাচারের কথা ক্রমে কলিকাতায় বিশেষ রূপ আন্দোলন আরম্ভ হইল। চারিদিকে গোয়েন্দা পুরস্কারের লোভে তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ঘূরিতে লাগিল কিন্তু সহসা কেহ তাহাদিগকে ধরিতে পারিল না। এক দিন অবিনাশ টাকার লোভে একটী বেশ্যার বাটীতে একজনকে হত্যা করিয়া ডিটেক্‌টিভ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন দীপান্তর প্রেরিত হয়। গণপতি লোক পরম্পরায় শুনিল যে তাহাকেও ধরিবার জন্য ডিটেক্‌টিভ ঘূরিতেছে। সুতরাং কলিকাতায় থাকা ভাল বিবেচনা করিল না। পলাইয়া প্রথমে বাংলা অঞ্চলে

থাকিল। সেই স্থানে কতকগুলি লোক আসিয়া তাহার সঙ্গী রূপে যুটিল। সকলেই তাহার মনের মত হইল, ক্রমে প্রকাশ্য ডাকাতি আরম্ভ করিয়া তাহারা আজ এর বাড়ী কাল ওর বাড়ী এইরূপ করিয়া অনেক বাটী ঘর মজাইল। পরে ঝিকর-গাছি কোনও এক বাবুদের বাটীতে ডাকাতি করিয়া সকলকে হত্যা করতঃ সেই বাটীই তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে। বলা বাহল্য ঝিকর গাছি বাবুদের বাড়ী একটী সাধারণ গ্রাম হইতে অনেক দূরে ছিল। সেই বাড়ীতে থাকিয়া তাহারা না না স্থান ভ্রমণ করিত এবং গণতিকেই সদ্দার বলিয়া মানিত। ক্রমে শ্যামী বেশ্যার সহিত তাহাদের আলাপ হয়। শ্যামী প্রথমে গণপতেরই মনের মানুষ ছিল, কিন্তু বয়স হইয়াছে আর পাঠকের মন আকর্ষণ করিতে পারিত না। নিত্য নূতন যুঠাইয়া দিত। এক দিন কোন স্থানে গমনকালে ডাকাইতটা হেমলতাকে দেখিতে পায়; সেই অবধি সে শ্যামীকে উৎসাহ দিতে থাকে। সেই রূপে ক্রমে হেমহরণ ব্যাপার সংঘটিত হয়।

বলাবাহুল্য যে পণপতি পাঠকের কন্দিতে পড়িয়া অনেক কুলকামিনীদিগকে তাহাদিগের অমূল্য রত্ন সতীত্ব ধনকে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল।

ইহার পর যাহা সংঘটিত হইয়াছে তাহা পাঠক মহাশয়-দিগের জানা আছে।

গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনায় দস্যু জীবনীর সারের সারাংশ পাঠক মহাশয়দিগকে উপহার দিলাম। বিস্তৃত নহে

বলিয়া রাগান্বিত হইবেন না। পারি যদি সেটী ভবিষ্যতে আপনা দিগকে উপহার দিতে ক্রটী করিব না।

আমাদের বোধ হয় এই আখ্যায়িকার আর কিছুই বলিবাব নাই। সুতরাং এই খানেই "সমাপ্ত।"

সমাপ্ত।

কলিকাতা ৩৯নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,—আর্য্য-সাহিত্য-যন্ত্রে
শ্রীচন্দ্রকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।